Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmrbbd@gmail.com

Poush 18, 1430 Bangla, January 02, 2024, Tuesday, No. 02, 54th year

H I G H L I G H T S

AL President and PM Sheikh Hasina urges the people to give a befitting reply to arson violence of BNP and Jamaat by casting votes in the 7 January general election. (VOA: 8)

AL GS and Road Transport and Bridges Minister Obaidul Quader says, BNP should be given a farewell forever by showing red card in the January 7 elections. (R. Today: 16)

Information and Broadcasting Minister Dr. Hasan Mahmud alleges that Dr. Yunus tried to manage labor leaders with bribes. (R. Today: 17)

BNP Senior Joint SG Ruhul Kabir Rizvi has commented that peaceful rights should be exercised against the illegal government so that it cannot remain in power by force. (R. Today: 15)

CEC Kazi Habibul Awal says there is controversy over the 2018 elections and democracy is not still uninterrupted. Adds, the Election Commission has no jurisdiction to postpone the election. (R. Today: 15)

Bangladesh is holding general elections on 7 January- the result already looks inevitable. With main opposition parties boycotting poll and many of their leaders jailed, ruling Awami League is all set to be re-elected for a fourth straight term. (BBC: 3)

Trinamool BNP GS Timur Alam Khandkar has said if the upcoming National Assembly elections of the country are not fair, the government will have to face an international crisis. (VOA: 9)

Noble lauriate and chairman of grameen telecom Dr. Yunus along with three others has been sentenced to six months in jail for violating labour law but able to avoid imprisonment by getting quick bail. (DW: 11)

Condemning the Labour Court's verdict against Nobel Laureate Professor Muhammad Yunus, BNP says that the entire nation has ashamed of this judgment dictated from the Ganabhaban. (VOA: 10)

Bangladesh's relationship with US will not be affected by the verdict over Grameen Telecom Chairman and Nobel Laureate Dr Yunus, says Foreign Secretary Masud Bin Momen. (R. Jago: 14)

SUJAN secretaray B A Majumdar says if AL forms govt for the fourth term, BD's dependence on allies like China and India may increase and it will pose a long-term risk to the sovereignty of the state. (BBC: 3)

Director: 44813046 **Deputy News Controller: 44813048, 44813179** **Assistant News Controller: 44813047, 44813178**

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট

মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা

পৌষ ১৮, ১৪৩০ বাংলা, জানুয়ারি ০২, ২০২৪, মঙ্গলবার, নং- ০২, ৫৪তম বছর

শিরোনাম

৭ জানুয়ারির সাধারণ নির্বাচনে ভোট দিয়ে বিএনপি ও জামায়াতের অগ্নিসংযোগের যোগ্য জবাব দিতে জনগণের প্রতি আহ্বান জানান আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। (ভোয়া: ৮)

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেন, ৭ জানুয়ারির নির্বাচনে লাল কার্ড দেখিয়ে বিএনপিকে চিরতরে বিদায় জানানো উচিত। (রে. টুডে: ১৬)

ড. ইউনূস ঘুষ দিয়ে শ্রমিক নেতাদের ম্যানেজ করার চেষ্টা করেছেন বলে অভিযোগ করেন তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহমুদ। (রে. টুডে: ১৭)

অবৈধ সরকার যাতে জোর করে ক্ষমতায় থাকতে না পারে তার বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ অধিকার প্রয়োগ করতে হবে বলে মন্তব্য করেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। (রে. টুডে: ১৫)

প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আউয়াল বলেছেন ২০১৮ সালের নির্বাচন নিয়ে বিতর্ক আছে তবে গণতন্ত্র এখনো নিরবচ্ছিন্ন হয়নি। নির্বাচন পেছানোর এখতিয়ার নির্বাচন কমিশনের নেই। (রে. টুডে: ১৫)

বাংলাদেশে ৭ জানুয়ারি সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে- ফলাফল ইতিমধ্যেই অনিবার্য বলে মনে হচ্ছে। প্রধান বিরোধী দলগুলি নির্বাচন বর্জন করায় এবং তাদের অনেক নেতাকে কারাগারে পাঠানোর ফলে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ টানা চতুর্থ মেয়াদে পুনরায় নির্বাচিত হতে চলেছে। (বিবিসি: ৩)

বাংলাদেশের আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠু না হলে সরকার আন্তর্জাতিক সংকটে পড়বে বলে উল্লেখ করেছেন তৃণমূল বিএনপির মহাসচিব ও নারায়ণগঞ্জ-১ আসনের প্রার্থী তৈমুর আলম খন্দকার। (ভোয়া: ৯)

শ্রম আদালতের রায়ে ডক্টর মুহাম্মদ ইউনূসসহ অন্য তিনজনকে ছয় মাসের কারাদণ্ড দিলেও রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করার শর্তে এক মাসের জামিন পেয়ে কারাগার এড়িয়ে গেছেন। (ডয়েচে ভেলে: ১১)

নোবেল বিজয়ী অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে শ্রম আদালতের রায়ের নিন্দা জানিয়ে বিএনপি বলেছে, গণভবনের এই রায়ে গোটা জাতি লজ্জিত। (ভোয়া: ১০)

গ্রামীণ টেলিকম চেয়ারম্যান ও নোবেল বিজয়ী ডক্টর ইউনূসের রায়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কের কোনো প্রভাব পড়বে না বলে জানান পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন। (রে. জাগো: ১৪)

নির্বাচন বিশ্লেষক ও বেসরকারি সংস্থা সুজনের সম্পাদক মি. মজুমদারের মতে, নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগ চতুর্থ দফায় সরকার গঠন করলে চীন ও ভারতের মত মিত্রদের ওপর বাংলাদেশের নির্ভরতা বাড়তে পারে, যা রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বর জন্যও দীর্ঘ মেয়াদে ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। (বিবিসি: ৩)

বিবিসি

নতুন বছরে বাংলাদেশের সামনে থাকবে যে সাতটি প্রধান চ্যালেঞ্জ

বিদায়ী বছরে সবচেয়ে বেশি ভুগতে হয়েছে কীসে, বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের কাছে এই প্রশ্ন রাখলে বেশির ভাগই হয়তো বাজারে জিনিসপত্রের অগ্নিমূল্য, ডলার সংকট, রাজনৈতিক অস্থিরতা, ডেঙ্গুর প্রকোপের মতো বিষয়গুলোর কথা বলবেন। অনেকে হয়তো রিজার্ভ সঙ্কট বা বাক্ স্বাধীনতার মতো বিষয়গুলোকে সামনে নিয়ে আসবেন। আসছে বছরে এসব সমস্যার থেকে কি মানুষের পরিত্রাণ মিলবে ? পুরনো সমস্যা থেকে পরিত্রাণ মিললেও এরপর নতুন কোনও সংকট কি সামনে আসবে ? নতুন বছরে যেসব ইস্যু বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে, তা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে এই প্রতিবেদনে :

বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন আন্তর্জাতিক মহলে কতটা গ্রহণযোগ্যতা পাবে, তা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে। শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গী যে পুরোপুরি ইতিবাচক নয়, তা তাদের বেশ কিছু পদক্ষেপের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়েছে। নির্বাচন যেন সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক হয় তা নিশ্চিত করতে বেশ কিছুদিন ধরেই চাপ দিয়ে আসছে যুক্তরাষ্ট্র। সুষ্ঠু নির্বাচনকে বাধা দিতে চাওয়া ব্যক্তিদের ভিসা নিষেধাজ্ঞায় আনার ঘোষণাও দিয়েছে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর। শেখ হাসিনা নিজেও বেশ কয়েকবার বলেছেন যে "যুক্তরাষ্ট্র হয়তো আমাকে আর ক্ষমতায় দেখতে চায় না।" যুক্তরাষ্ট্রের পর নির্বাচন প্রশ্নে কঠোর অবস্থান নিতে দেখা গেছে ইউরোপীয় ইউনিয়নকেও। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে ইউরোপিয়ান কমিশনের দুই সাংসদ কমিশনের ভাইস প্রেসিডেন্টকে চিঠি দিয়ে আহ্বান জানান যেন বাংলাদেশে সুষ্ঠু নির্বাচনে বাধাদানকারী ও মানবাধিকার লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে ইউরোপও ভিসা নিষেধাজ্ঞা দেয়।

আন্তর্জাতিক পক্ষগুলোর এমন কঠোর অবস্থানের মধ্যেই ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ পুরো দমে নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছে। নিজেদের প্রার্থী বাছাই ছাড়াও কিছু জায়গায় স্বতন্ত্র প্রার্থীর সাথে জোর প্রতিদ্বন্দ্বিতার আভাস দেয়া হচ্ছে। কিন্তু এসব প্রয়াস সত্ত্বেও নির্বাচন আন্তর্জাতিকভাবে প্রশ্নবিদ্ধ হবে বলে মনে করেন অনেক বিশেষজ্ঞই। যেমন নির্বাচন বিষয়ক বিশ্লেষক ও বেসরকারি সংস্থা সুজনের সম্পাদক বদিউল আলম মজুমদারের মতে প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচন দীর্ঘ মেয়াদে রাষ্ট্রের নিরাপত্তাকেও হুমকির মুখে ফেলতে পারে। "এই নির্বাচনকে অংশগ্রহণমূলক দেখাতে আওয়ামী লীগ আগের দুই নির্বাচন থেকে ভিন্ন কৌশল নিয়েছে। কিন্তু নির্বাচন আন্তর্জাতিক মানের হতে হলে সব বড় রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণ, ক্ষমতা বদলের সম্ভাবনা, নির্বাচনে জয় পাওয়া নিয়ে প্রার্থীর অনিশ্চয়তার মতো বিষয়গুলো উপস্থিত থাকতে হয়। এগুলোর উপস্থিতি যেহেতু নেই, তাই নির্বাচনের আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিতভাবেই প্রশ্নবিদ্ধ হবে", জানাচ্ছেন তিনি ।

নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগ চতুর্থ দফায় সরকার গঠন করলে চীন ও ভারতের মত মিত্রদের উপর বাংলাদেশের নির্ভরতা বাড়তে পারে, যা রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের জন্যও দীর্ঘ মেয়াদে ঝুঁকি তৈরি করতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন মি. মজুমদার। এছাড়া ২০১৪ ও ২০১৮ এরপর এবারের নির্বাচনেও সুষ্ঠুভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে না পারলে মানুষের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হওয়া থেকে সরকারের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক পরিস্থিতিরও উদ্ভব হতে পারে বলে মনে করেন তিনি। গেল বছরে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের বাজার প্রায় সারা বছরই ছিল উর্ধ্বমুখী। বাজারে প্রতিটি নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম অস্বাভাবিক হারে বেড়েছে। পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব অনুযায়ী আগের বছর, অর্থাৎ ২০২২ সালে যেখানে মূল্যস্ফীতি ছিল ৭ দশমিক ৬ শতাংশ, তা ২০২৩ সালে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯ দশমিক ৭ শতাংশে। জুলাই-আগস্টে খাদ্য মূল্যস্ফীতির হার ছিল ১২ শতাংশের উপর। এরকম পরিস্থিতিতে প্রাথমিকভাবে সরকারের নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে 'সমস্যার গভীরতার স্বীকৃতি' দেয়া প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেন অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেন। তার মতে, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে ২০২৩ সালে কর্তৃপক্ষের নেয়া কৌশল যে কাজ করছে না, এই বিষয়টি নজরে আনা গুরুত্বপূর্ণ। "সমস্যা সমাধানে আমরা যে পথে এগিয়েছি, সে পথেই যদি থাকি তাহলে সমস্যার স্বীকৃতি হলেও সমাধানের কৌশলের অকার্যকারিতার স্বীকৃতি দেয়া হয় না। পথ পরিবর্তন না করলে সমস্যা থেকেই যাবে", বলছেন তিনি। তার হিসাবে, খাদ্য পণ্যের দাম অনিয়ন্ত্রিতভাবে বাড়ার পেছনে কারণ বাজার ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতা । "পেঁয়াজ, ডিম, তেলের মতো পণ্যের দাম বেড়ে গেলে আমরা দেখেছি খুচরা পর্যায়ে সেই পণ্যের দাম বেঁধে দেয়ার মতো পদক্ষেপ নিতে। সমস্যা সমাধানে করণীয় কী, তা অজানা নয়। যে কোন কারণেই হোক, সেগুলো প্রয়োগ করা যাচ্ছে না। " অর্থবছর ২০২৩-র প্রথমার্ধে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে টাকা ছাপিয়ে বাজেট ঘাটতি অর্থায়ন আর মূল্যস্ফীতি সত্ত্বেও সুদহার নির্দিষ্ট করে রাখার মতো সিদ্ধান্তগুলো মূল্যস্ফীতিকে নিয়ন্ত্রণের বাইরে নিয়ে গেছে বলে মনে করেন অর্থনীতিবিদরা। বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি ও বৈদেশিক মুদ্রার দাম বেড়ে যাওয়া গত বছর ব্যাপক প্রভাবিত করেছে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক খাতকে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী, ২০২২ সালের পহেলা জুন থেকে এখনও পর্যন্ত, অর্থাৎ গত দেড় বছরে টাকার তুলনায় ডলারের দাম বেড়েছে ২০ শতাংশেরও বেশি। ডলারের এই বাড়তি দামের কারণে আমদানি এবং তার ধারাবাহিকতায় দেশের ভেতর উৎপাদনও ব্যাহত হয়েছে। বেশি দামে পণ্য আমদানি করায় তা কেনার জন্য সাধারণ মানুষকেও গুণতে হয়েছে বেশি পরিমাণ টাকা। ডলারের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাংলাদেশ ফরেন এক্সচেঞ্জ ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশন গত কয়েক বছর ধরে টাকার বিনিময়ে ডলারের বিনিময় মূল্য নির্ধারণ করে আসছে। কিন্তু অর্থনীতিবিদরা সবসময়ই এই সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে এসেছেন। টাকার বিনিময়ে ডলারের মূল্য যেন হঠাৎ করে বেড়ে না যায় তা নিশ্চিত করতে বিনিময় মূল্য 'ধীরে ধীরে বাজারের উপর ছেড়ে দেয়া' প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেন

অর্থনীতিবিদ ফাহমিদা খাতুন। "টাকার যেন অবমূল্যায়ন না হয়, সেজন্য বাংলাদেশ ব্যাংক এখনো বাজারে ডলার ছাড়ছে। কিন্তু দাম নির্ধারণ না করে এই দাম নির্ধারণের বিষয়টি যদি ধীরে ধীরে, ছোট ছোট ধাপে বাজারের ওপর ছেড়ে দেয়া হয়, তাহলে এক সময় টাকার বিপরীতে ডলারের বিনিময় মূল্য স্থিতিশীল হবে।"

তবে এজন্য বাংলাদেশ ব্যাংকসহ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করা ও প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বাধীনভাবে কাজ করার সংস্কৃতি গড়ে তোলার পেছনে জোর দেন মিস খাতুন। গত বছরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে বাংলাদেশের রিজার্ভের পরিমাণ ধারাবাহিকভাবে কমেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাবে গত জানুয়ারিতে রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ৩২.২২ বিলিয়ন ডলার, যা ডিসেম্বরে ২১ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছানোর কথা। অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক মুদ্রা সংস্থা আইএমএফের নির্ধারিত হিসাব পদ্ধতি অনুযায়ী, জুন মাসে বাংলাদেশের রিজার্ভ ছিল ২৪.৭৫ বিলিয়ন ডলার যা নভেম্বরে ১৯.৫২ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে । তবে আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত অর্থ, আইএমএফ'এর এসডিআর খাতে থাকা অর্থ, ব্যাংকগুলোর বৈদেশিক মুদ্রা ক্লিয়ারিং হিসাবে থাকা অর্থ এবং আকুর বিল পরিশোধ বাবদ অর্থ হিসেবে নিলে রিজার্ভের পরিমাণ আরো কমবে বলে বলছেন অর্থনীতিবিদরা। অর্থনীতিবিদদের অনেকের মতে, বৈদেশিক মুদ্রার ভারসাম্য বজায় রাখা ও দেশের ভেতরে অর্থের আনাগোনা নজরদারির জন্য অর্থনীতিতে যেসব অনুষঙ্গ প্রয়োজন হয়, তার সবগুলো বাংলাদেশে কার্যকর ভাবে উপস্থিত নেই।

অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান ইমার্জিং ক্রেডিট রেটিং লিমিটেডের চেয়ারম্যান ড. জামালউদ্দিন আহমেদ বলছিলেন, "ব্যবস্থাপনাটা এখানে গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের রপ্তানির যে আয়, তা পুরোটা বাংলাদেশে ফিরে আসে না। এছাড়া আমদানির ক্ষেত্রে ওভার ইনভয়েসিং করা হয় (কোনো পণ্যের আসল দামের চেয়ে বেশি দাম দেখানো)। এভাবে অনেক টাকাই দেশ থেকে বের হয়ে যায়।" এরকম ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংকসহ নজরদারির দায়িত্বে থাকা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে স্বায়ত্তশাসন, জবাবদিহিতা ও সুশাসনের অভাব রয়েছে বলে মনে করেন মি. আহমেদ । এছাড়া বাংলাদেশ থেকে টাকা পাচার, ব্যাংক থেকে বিপুল পরিমাণ খেলাপি ঋণ আর অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে রেমিট্যান্স পাঠানোরও ভূমিকা আছে বলে মনে করেন অর্থনীতিবিদরা ।

গত বছরের গ্রীষ্মকালে বেশ কিছুদিন লোডশেডিংয়ের কারণে ব্যাপক ভোগান্তি পোহাতে হয়েছে সাধারণ মানুষকে। ব্যক্তি পর্যায় থেকে শুরু করে ব্যবসায়িক ক্ষেত্র, বিদ্যুৎ সংকট হয়রান করেছে সবাইকেই। সে সময় সংকট তৈরি হয়েছিল মূলত রিজার্ভের ঘাটতি আর ডলারের সংকটের কারণে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জ্বালানির খরচ বহন করতে না পারায়। জ্বালানি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে সময়মতো বকেয়া ফেরত দিতে না পারায় জ্বালানি সরবরাহ বন্ধ করে দেয় তারা। যার ফলে বিদ্যুৎ কেন্দ্রে দেখা দেয় জ্বালানি ঘাটতি। ফলস্বরূপ বেশকিছু বিদ্যুৎ কেন্দ্র সাময়িকভাবে বন্ধ করতে বাধ্য হয় কর্তৃপক্ষ। কিছু কেন্দ্র চলে সীমিত সক্ষমতায়। তবে সামনের বছর ডলারের দামের পাশাপাশি তেল, গ্যাসের মতো জ্বালানিগুলোর দাম স্থিতিশীল থাকার পূর্বাভাস থাকায় তেমন সংকট তৈরি হবে না বলে ধারণা করা হচ্ছে। অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেন বলছিলেন, "আন্তর্জাতিক বাজারে ডলারের মূল্যের পূর্বাভাস বলছে ডলারের দাম কমতে পারে আর না কমলেও স্থিতিশীল থাকবে। এছাড়া তেল, গ্যাস বা সারের মত যেসব পণ্য আমরা আমদানি করি, সেসবের দামও স্থিতিশীল থাকবে বলেই বলা হচ্ছে।"

বাংলাদেশে ডেঙ্গু আক্রান্ত ও ডেঙ্গুতে মৃত্যুর সব অতীত রেকর্ড ভেঙেছে ২০২৩ সালে । সরকারি হিসাব অনুযায়ী, গত ২৩ বছরে ডেঙ্গুতে মোট মারা গেছেন ৮৬৮ জন, আর শুধু ২০২৩ সালেই সেই সংখ্যাটা ছিল ১ হাজার ৬৯৭ জন। আগের ২৩ বছরে ডেঙ্গুতে যত মানুষ মারা গেছেন, গেল এক বছরেই মারা গেছেন তার প্রায় দ্বিগুণ মানুষ। ডেঙ্গু পরিস্থিতির এই পর্যায়ে আসার পেছনে অপরিকল্পিত নগরায়ন, মশা নিয়ন্ত্রণে কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতা, সিটি করপোরেশনসহ প্রশাসনের অঙ্গসংগঠনগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের অভাবের মতো বিষয়গুলোকে তুলে ধরা হয়। তবে আশার বিষয় হল, সামনের বছরে প্রথমবারের মতো ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে সাত বছরের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা হাতে নিতে যাচ্ছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। এই পরিকল্পনায় চিকিৎসক, নার্সদের দক্ষতা বৃদ্ধি, কীটনাশকের ব্যবহার নিশ্চিত করা, ডেঙ্গু শনাক্তকরণে স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোকে প্রস্তুত করা, কর্মসূচির দুর্বলতা নির্ণয় করে নীতিগত পরিবর্তনের মতো বেশ কিছু বিষয়ের ওপর জোর দেয়া হয়েছে। তবে বিশেষজ্ঞদের অনেকেই মনে করেন কৌশল প্রণয়ন করা হলেও এটি বাস্তবায়ন কঠিন হয়ে যাবে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের জন্য। রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান আইইডিসিআর-এর উপদেষ্টা ড. মুশতাক হোসেনের মতে, "এটা দলিল হিসেবে ঠিক আছে। কিন্তু এটার অপারেশন, অ্যাকশন প্ল্যান পরিপূর্ণ না। কে কোন কাজ করবে, বাজেট কোথা থেকে আসবে, এইগুলো এড্রেস করা নাই। এটার প্রধান সমস্যা হল, স্বাস্থ্য বিভাগের সাথে স্থানীয় সরকার বিভাগের সমন্বয় দরকার। স্থানীয় সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে রোগ প্রতিরোধ। অর্থাৎ মশা নিয়ন্ত্রণ করা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা। এটা নিয়ন্ত্রণ না হলে হাসপাতালের রোগী কমবে না। কৌশলপত্র অনুযায়ী কাজ শুরু হলে কিছুদিন পর স্বাস্থ্য বিভাগ বলবে, আমরা আমাদের কাজ করে যাচ্ছি। কিন্তু মশা নিয়ন্ত্রণ না হলে আমরা কী করবো ? এটার সমস্যা সমাধান করা হয় নাই। রোগী কমাবো কীভাবে, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্বাস্থ্যসেবার ব্যাপারে কোনও প্রস্তাবনা এখানে নাই", বলছিলেন ড. হোসেন ।

গত কয়েক বছরের তুলনায় ২০২৩ সালে বাংলাদেশে রাজনৈতিক পরিস্থিতি কিছুটা উত্তালই ছিল বলা চলে। বিএনপিসহ সমমনা দলগুলো প্রায় সারাবছরই সরকার বিরোধী আন্দোলন চালিয়ে গেছে। অক্টোবরের শেষদিকে বিএনপির মহাসমাবেশকে কেন্দ্র করে হওয়া সহিংসতার পর টানা ৬ সপ্তাহ হরতাল, অবরোধের মত কর্মসূচি পালন করেছে বিএনপি। এই সময়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে বাস, ট্রেনে আগুন দেয়ার মতো ঘটনায় অন্তত আটজন মারা

গেছেন। এমন রাজনৈতিক অস্থিরতা আগামী বছরেও চলমান থাকার সম্ভাবনা থাকলেও একবার নির্বাচন হয়ে গেলে বিরোধী দলের আন্দোলন কার্যকারিতা হারাবে বলে মনে করেন রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও লেখক মহিউদ্দিন আহমেদ। "বিরোধী দলের অবস্থান যদি শক্তিশালী হয়, তাহলে অস্থির পরিস্থিতির সৃষ্টি হতেই পারে। কিন্তু একবার নির্বাচন হয়ে গেলে মনে হয় না খুব বেশি অস্থিরতা সৃষ্টি হওয়ার সুযোগ আছে। ২০০৮ এর নির্বাচনের পর বিএনপি যথেষ্ট শক্তিশালী অবস্থানে ছিল। ২০১৪-১৫তে তো তারা সরকারকে রীতিমত ভুগিয়েছে। কিন্তু এখন তাদের আগের সেই শক্ত অবস্থানটা নেই", বলছিলেন মি. আহমেদ। মহিউদ্দিন আহমেদের হিসেবে বিএনপির ক্রমাগত হরতাল-অবরোধ আর অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যেও সরকার যে নির্বাচনের আয়োজন করে চলেছে, এর মাধ্যমেই বোঝা যায় যে বিএনপির কর্মসূচি খুব একটা কার্যকর হচ্ছে না। তাদের আন্দোলনে কতটা জনসম্পৃক্ততা রয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন করার সুযোগ রয়েছে বলে মনে করেন তিনি। "আওয়ামী লীগ বলছে উন্নয়ন আর গণতন্ত্রের কথা, বিএনপি শুধু গণতন্ত্রের কথা বলছে। কিন্তু মানুষ তো উন্নয়নও চায়। বিএনপি ক্ষমতায় এলে এই উন্নয়ন যে অব্যাহত থাকবে তার কোনো নিশ্চয়তা তারা দিচ্ছে না।"
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১.১.২৪)

শ্রম আইন লঙ্ঘনে মুহাম্মদ ইউনূসের ছয় মাসের কারাদণ্ড ও জরিমানা

বাংলাদেশে শ্রম আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে করা একটি মামলায় গ্রামীণ টেলিকমের চেয়ারম্যান ও নোবেল বিজয়ী অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসসহ চারজনকে ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে পাঁচ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে। সোমবার ঢাকার তিন নম্বর শ্রম আদালতের বিচারক শেখ মেরিনা সুলতানা এ রায় ঘোষণা করেন। আদালত বলেন, মুহাম্মদ ইউনূসসহ অন্যদের বিরুদ্ধে শ্রম আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। এই সময় অধ্যাপক ইউনূসসহ অন্য অভিযুক্তরা আদালতে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও বহুল আলোচিত এই মামলায় পর্যবেক্ষণে দেশি-বিদেশি পর্যবেক্ষকরা উপস্থিত ছিলেন। মামলার আরেকটি ধারায় তাদের ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। অর্থাৎ তাদের প্রত্যেককে মোট ৩০ হাজার টাকা করে জরিমানা দিতে হবে। তবে কারাদণ্ড হলেও এখনি কারাগারে যেতে হবে না ড. ইউনূসকে। আদালতে তাদের আইনজীবীরা ৩০ দিনের মধ্যে আপিল করার শর্তে জামিন চাইলে পাঁচ হাজার টাকার বন্ডে আদালত সেই আবেদন মঞ্জুর করেছেন। অর্থাৎ আগামী একমাসের মধ্যে তাদের শ্রম আপিলের ট্রাইবুনালে আপিল করতে হবে। রায়ের পরে আদালতের বাইরে এক প্রতিক্রিয়া ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, "যে দোষ আমরা করি নাই, সেই দোষের ওপরে শাস্তি পেলাম। এটা আমাদের কপালে ছিল, জাতির কপালে ছিল, আমরা সেটা বহন করলাম।"

ড. ইউনূসের আইনজীবী আব্দুল্লাহ আল মামুন আদালতের বাইরে সাংবাদিকদের বলেছেন, "আমরা এই ব্যাপারে ক্ষুব্ধ। লেবার কোর্টের ইতিহাসে এতো তাড়াতাড়ি ড. ইউনূসের মামলার শুনানির জন্য ১০টি ডেট দেয়া হয়েছে। নিজেরা তড়িঘড়ি, ইতিহাস ব্রেক করে, সাড়ে আটটা পর্যন্ত ইতিহাস ব্রেক করে, শুনানি করে আজকের এই রায় ঘোষণা করা হয়েছে। আমরা বিক্ষুব্ধ, এই রায় অন্যায় এবং আইন বিরোধী। আমরা ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হয়েছি। আমরা এই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করবো। রাষ্ট্রপক্ষ কোন কিছু প্রমাণ করতে পারেনি। আপিল কোর্টে আমরা এর বিরুদ্ধে প্রতিকার চাইবো" বলেন মি. মামুন। এই রায়ে সন্তোষ প্রকাশ করে কলকারখানা অধিদপ্তরের আইনজীবী খুরশীদ আলম খান বলেন, "আমরা অভিযোগ প্রমাণ করতে পেরেছি। প্রত্যাশিত রায় পেয়েছি। আমরা মনে করি, প্রতিষ্ঠান মালিকরা এখন সতর্ক হবে। কেউ আইনের ঊর্ধ্বে নয়। আইন লঙ্ঘন হলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।"

শ্রম আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে গ্রামীণ টেলিকমের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে ২০২১ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর মামলাটি করেছিল কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। এ মামলার অভিযোগের মধ্যে রয়েছে, অনিয়মের মাধ্যমে শ্রমিক কর্মচারীদের মধ্যে বণ্টনের জন্য সংরক্ষিত লভ্যাংশের পাঁচ শতাংশ না দেয়া এবং ১০১ জন শ্রমিকের চাকরি স্থায়ী না করা। এছাড়া গণছুটি না দেয়া, শ্রমিকদের কল্যাণ তহবিল এবং অংশগ্রহণ তহবিল গঠন না করাও অন্যতম অভিযোগ এই মামলার । কলকারখানা ও পরিদর্শন অধিদপ্তরের করা এ মামলায় অধ্যাপক ইউনূসসহ চারজনকে আসামি করা হয়েছে। মামলার অন্য অভিযুক্ত হলেন গ্রামীণ টেলিকমের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক আশরাফুল হাসান, পরিচালক নূরজাহান বেগম এবং মো. শাহজাহান। এ বছরের জুন মাসে মামলার অভিযোগ গঠন করা হয়েছিল। এরপর পক্ষে বিপক্ষে শুনানির পর ২৪শে ডিসেম্বর রায়ের জন্য পহেলা জানুয়ারি তারিখ নির্ধারণ করে আদালত। এ মামলায় চারজন আসামির পক্ষে আদালতে লিখিত বক্তব্য দেয়া হয়। এতে বলা হয়, গ্রামীণ টেলিকম যেসব ব্যবসা পরিচালনা করে, সেসব চুক্তিভিত্তিক। নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে তা নবায়নের মাধ্যমে পরিচালনা করা হয়। যেহেতু এ প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম চুক্তির ভিত্তিতে পরিচালিত হয় তাই সব কর্মকর্তা-কর্মচারীকে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেয়া হয়েছে বলেও জানানো হয়। বক্তব্যে আরো বলা হয়, মিথ্যা অভিযোগে অধিদপ্তরের শ্রম পরিদর্শক আরিফুজ্জামান মামলাটি করেছেন। অধ্যাপক ইউনূস এ মামলায় সাফাই সাক্ষ্য দেননি। তার আইনজীবী আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেছেন, "মামলা প্রমাণ করার দায়িত্ব কলকারখানা অধিদপ্তরের। তাই (অধ্যাপক ইউনূসের) সাফাই সাক্ষ্য দেয়ার প্রয়োজন নেই।" মামলাটি হওয়ার পর আত্মসমর্পণ করে জামিন চান অধ্যাপক ইউনূস। মোট ৩৬ দিন জামিনে ছিলেন তিনি । পরে মামলার অভিযোগ আমলে নেয়ার পর তাকে ব্যক্তিগত হাজিরা থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। সব মিলে নয় দিন শুনানিতে উপস্থিত ছিলেন তিনি। আসামিদের বিরুদ্ধে দুই ধারায় শাস্তির আবেদন জানিয়েছে কলকারখানা অধিদপ্তর। সবশেষ গত সপ্তাহে অর্থাৎ ২৪শে ডিসেম্বর রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত শুনানি হয়। এরপর রায়ের দিন ধার্য করা হয়। এই

মামলার একটি ধারায় সর্বোচ্চ শাস্তি ছয় মাস এবং জরিমানা পাঁচ হাজার টাকা। অপর একটি ধারায় ২৫ হাজার টাকা জরিমানার বিধান রয়েছে ।

সেনাবাহিনীর সমর্থনে ২০০৭ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হওয়ার পর অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের রাজনৈতিক দল গঠনের গুঞ্জন শুরু হয়। নোবেল পুরস্কার লাভ করার পাঁচ মাসের মধ্যেই রাজনৈতিক দল গঠনের কার্যক্রম শুরু করে সবাইকে অবাক করে দিয়েছিলেন অধ্যাপক ইউনূস। সে সময় দেশের মানুষকে এক খোলা চিঠিতে অধ্যাপক ইউনূস প্রয়োজনে রাজনীতিতে আসার কথা জানান। 'পুরাতন রাজনীতি' থেকে বেরিয়ে আসতেও আহ্বান জানান মানুষকে । তখন তত্ত্বাবধায়ক সরকার আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা এবং বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়াকে রাজনীতি থেকে দূরে রাখার জন্য জোরালো চেষ্টা চালাচ্ছিল। সে সময় ড. ইউনূসের রাজনীতিতে আসার প্রচেষ্টার কড়া সমালোচনা করেন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এরপর চলতি বছরের অগাস্টের শেষ দিকে অধ্যাপক ইউনূসের বিরুদ্ধে মোট ১৮টি মামলা হয় । কিন্তু এরপর থেকেই এই সব মামলা স্থগিত চেয়ে সরকারের উপর আন্তর্জাতিক চাপ আসতে থাকে। বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচনের ঠিক আগে আগে এসব মামলা করার পরই সরব হয়ে ওঠেন আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সুপরিচিত ব্যক্তিত্বরা । প্রথমে যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা অধ্যাপক ইউনূসের প্রশংসা করে ব্যক্তিগত চিঠি দেন। তার একদিন পরেই অধ্যাপক ইউনূসকে হয়রানি বন্ধে ও মামলা স্থগিত করার দাবিতে বিবৃতি দেন নোবেল জয়ীসহ বিশ্বের ১৬০ জন খ্যাতনামা ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে এ চিঠি পাঠানো হয় আর এ বছরের সেপ্টেম্বরে শ্রম আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে ঢাকার শ্রম আদালতে ড. ইউনূসের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলাটি করা হয় ।

এর আগে গত মে মাসে বিশ্বের ৪০ জন রাজনীতিবিদ, কূটনীতিক, ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে একই ধরনের খোলা চিঠি দিয়েছিলেন। খোলা চিঠিতে যাদের নাম ছিল তাদের মধ্যে কয়েকজন হলেন পূর্ব তিমুরের প্রেসিডেন্ট হোসে রামোস হোর্তা, আয়ারল্যান্ডের সাবেক প্রেসিডেন্ট মেরি রবিনসন ও ইরানের নোবেল জয়ী শিরিন এবাদি। পরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "বাংলাদেশের বিচার বিভাগ সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং এখানে সবকিছু আইনমতো চলে। এ দেশে বিচারাধীন বিষয়ে আমরা কথা বলি না।" ওই চিঠির প্রতিবাদে বাংলাদেশে সরকার সমর্থক এবং পেশাজীবী একাধিক সংগঠন বিবৃতি দেয়। গণমাধ্যমের সম্পাদকদের সংগঠন এডিটরস গিল্ড, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির মতো সংগঠনও বিবৃতি দেয়। বাংলাদেশের অ্যাটর্নি জেনারেল কার্যালয় ড. ইউনূসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-লিপিতে স্বাক্ষর করতে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে কর্মকর্তাদের আহ্বান জানায়। কিন্তু একজন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল এমরান আহমদ ভূঁইয়া ওই বিবৃতিতে স্বাক্ষর না করায় পরবর্তীতে তাকে বরখাস্ত করা হয়।(বিবিসি ওয়েব পেজ :১.১.২৪ রিহাব)

মুহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে রায় ঘোষণার সময় আদালতে যা যা ঘটেছে

গ্রামীণ টেলিকমে শ্রম আইন লঙ্ঘনের আলোচিত মামলাটির রায় ঘোষণা হয় সোমবার বিকেলের দিকে। রাজধানীর বিজয়নগরে শ্রম আদালত ভবনটি অবশ্য এদিন অনেক আগে থেকেই ব্যাপক পুলিশি পাহারায় মুড়ে দেয়া হয়েছিল।এ মামলার আসামি নোবেল বিজয়ী অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস বেলা একটা ৪০ মিনিটের দিকে তার আইনজীবীদের সঙ্গে নিয়ে আদালত প্রাঙ্গণে আসেন। বেলা একটা ৪৩ মিনিটে মুহাম্মদ ইউনূস-সহ এ মামলার চারজন আসামি আদালত কক্ষে ঢোকেন। এ সময় গ্রামীণ চেকের জামা পরা ড. ইউনূস বেশ হাস্যোজ্জ্বল ছিলেন। আদালত কক্ষে ঢুকে একেবারে বামে বসার সারির দ্বিতীয় বেঞ্চে একসাথে ড. ইউনূস-সহ মোট চারজন আসামি বসেন। এ সময় তার আইনজীবীরা ছাড়াও আদালতে উপস্থিত ছিলেন অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের সাবেক মহাসচিব আইরিন খান, দৃকের প্রতিষ্ঠাতা শহীদুল আলম, তার স্ত্রী রেহনুমা আহমেদ, মানবাধিকার কর্মী ফরিদা আখতার। এ ছাড়াও ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক আসিফ নজরুল, ব্রতীর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শারমিন মুরশিদ-সহ অনেকেই। মুহাম্মদ ইউনূস আসার পরপরই তারা তার সাথে কথা বলেন, করমর্দন করেন। সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ও ব্যারিস্টার সারা হোসেনকে এ সময় অধ্যাপক ইউনূসের সাথে অনেকক্ষণ কথা বলতে দেখা যায় ।

তবে তখনও আদালতের বিচারিক কার্যক্রম শুরু হয়নি। পুরো আদালত কক্ষ ছিলো এ সময় কানায় কানায় পরিপূর্ণ। আদালত কক্ষে ছিলেন দেশি ও বিদেশি বিভিন্ন গণমাধ্যমের সাংবাদিকরা। আদালতের ঘড়িতে যখন দুপুর দুইটা ১৪ মিনিট, তখন এজলাসে আসেন তৃতীয় শ্রম আদালতের বিচারক শেখ মেরিনা সুলতানা। রায় ঘোষণার শুরুতেই বিচারক আসামিপক্ষের আগে করা দুইটি আবেদন নামঞ্জুর করেন। পরে তিনি জানান, রায়টি বড় হবে। এ ফোর সাইজে ৮৪ পৃষ্ঠার পূর্ণাঙ্গ রায় । তিনি বলেন,"পুরো রায় পড়ছি না। যতটুকু পড়া যায় ততটুকুই পড়ছি" । আইনজীবীদের পরে রায়ের সার্টিফায়েড কপি সংগ্রহ করে নেয়ার জন্য বলেন বিচারক শেখ মেরিনা সুলতানা। বিচারক এ সময় মামলাটি হওয়ার বিস্তারিত প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ২০২০ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারি কলকারখানা অধিদপ্তরের পরিদর্শক প্রতিষ্ঠানটি পরিদর্শনে গিয়ে শ্রম আইনের লঙ্ঘন দেখতে পায়। পরে তা সংশোধনের জন্য বিবাদী পক্ষকে ১লা মার্চ চিঠি দেয়া হয়। কিন্তু বিভিন্ন সংশোধনের পর গ্রামীণ টেলিকমের পক্ষ থেকে এর জবাবে ৯ই মার্চ যে চিঠি দেয়া হয় কর্তৃপক্ষের মতে তা সন্তোষজনক ছিল না। পরে কলকারখানা অধিদপ্তর শ্রম আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে গ্রামীণ টেলিকমের চেয়ারম্যান ড. ইউনূসসহ চারজনের বিরুদ্ধে মামলাটি করে। অন্যান্য আসামিরা হলেন, আশরাফুল হাসান, নুরজাহান বেগম, মো. শাহজাহান। এ মামলায় আসামিদের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ আনা হয়েছে সেগুলো হলো শিক্ষানবীশকাল পার হওয়ার পর চাকরি স্থায়ী করা হয় নি, প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আইনানুযায়ী বাৎসরিক

মজুরি-সহ ছুটি দেয়া হয় না ইত্যাদি। এছাড়া ছুটির নগদায়ন করা হয় না এবং ছুটির বিপরীতে নগদ অর্থও দেয়া হয় না বলে জানানো হয়। অন্যান্য অভিযোগের মধ্যে রয়েছে, শ্রমিক অংশগ্রহণ তহবিল ও কল্যাণ তহবিল গঠন করা হয় নি, লভ্যাংশের পাঁচ শতাংশের সমপরিমাণ অর্থ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইনানুযায়ী গঠিত তহবিলে জমা দেয়া হয়নি। আদালত বলেন, এসব অভিযোগে চার্জ গঠনের পর কলকারখানা অধিদপ্তরের দেয়া চারজন সাক্ষীর সাক্ষ্য নেয়া হয়েছে। তাদের জেরা করেছে আসামিপক্ষ। ড. ইউনূসসহ আসামিরা নিজেদের নির্দোষ দাবি করে সাফাই সাক্ষ্য দেননি বলে উল্লেখ করেন শ্রম আদালতের বিচারক। পরে উভয়পক্ষের আইনজীবীরা শুনানিতে যা বলেছেন তার কিছু কিছু অংশ তুলে ধরেন বিচারক।

এ সময় আদালত বলেন, "আসামিপক্ষের আইনজীবী এ মামলার এক নম্বর আসামি ড. ইউনূস সম্পর্কে বলেছেন, তিনি সারা বিশ্বে শিক্ষা, স্বাস্থ্য সমস্যা সমাধানে কাজ করেছেন। গ্রামীণ ব্যাংকের মতো রোল মডেল তৈরি করেছেন। দারিদ্রের বিরুদ্ধে লড়াই করে বিশ্বব্যাপী শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন।" বিচারক উল্লেখ করেন, "এখানে নোবেলজয়ী ড. ইউনূসের বিচার হচ্ছে না। ড. ইউনূস যিনি গ্রামীণ টেলিকমের চেয়ারম্যান, তার বিচার হচ্ছে" ।

এরপর পুরো মামলায় উভয়পক্ষের শুনানি ও যুক্তি উপস্থাপন বিশ্লেষণ করে বলেন, "বিবাদীরা স্বীকার করেছেন ড. ইউনূসসহ আসামিরা পরিচালনা পর্ষদে আছেন। আসামিদের দায়বদ্ধতা ছিল না তা বলা যায় না" রায়ে আদালত বলেন, "কলকারখানা অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শকের অনুমতি ব্যতীত কোন চাকুরিবিধি অনুমতি দেয়া যাবে না। গ্রামীণ টেলিকমের নিজস্ব নিয়োগ বিধি করার কোনও সুযোগ নাই।" এ সময় মুহাম্মদ ইউনূসের আইনজীবী আব্দুল্লাহ আল মামুন দাঁড়িয়ে বিচারককে বলেন, "শুনানিতে আরেক ধারায় অলটারনেটিভ আর্গুমেন্ট করেছি। তা রায়ে আসেনি। গ্রামীণ টেলিকম চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেয়া হয়। স্থায়ী কোন কার্যক্রম নেই।" বিচারক ওই আইনজীবীকে বলেন, আপনাদের সব বিষয় রায়ে আসবে। এখানে পূর্ণাঙ্গ পড়ছি না। একটু ধৈর্য ধরে শুনতে আইনজীবীকে অনুরোধ করেন বিচারক। এ পর্যায়ে আদালত উভয়পক্ষের শুনানি উল্লেখ করে ছুটি সংক্রান্ত অভিযোগ সম্পর্কে রায় পড়েন। তিনি বলেন, শ্রম আইন অনুযায়ী ছুটি নগদায়ন করা হয় না গ্রামীণ টেলিকমে। তখন আবারো, আইনজীবী আব্দুল্লাহ আল মামুন দাঁড়িয়ে যান। তিনি বলেন, "যেসব বিষয় শুনানিতে বলেছি তা রায়ে আসেনি। আমার বক্তব্য জাজমেন্টে থাকতে হবে। বাদ গেলে হবে না। রায়ের মধ্যেই থাকতে হবে যা বলেছি। আবার যেগুলো ট্রায়ালে সাবমিট করি নাই সেটা কেন এখানে আসবে? মামলা (কোয়াশমেন্ট) বাতিল চেয়ে করা আবেদনে যেসব শুনানি করেছি তা কেন এখানে আসবে? সেটা আসলেতো আদালত জাজমেন্টাল হয়ে যাবে", মন্তব্য করেন মি. মামুন। তিনি বলেন, "আদালতের চোখ বন্ধ থাকবে।" বিচারক আবারো আইনজীবী আব্দুল্লাহ আল মামুনকে বলেন, "আপনি ধৈর্য সহকারে পুরোটা শুনেন। রায়ে সব পাবেন যা বলেছেন। এখন শুধু সংক্ষিপ্তভাবে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু পড়ছি।" পুরো রায় ঘোষণার সময় অন্তত পাঁচবার আসামিপক্ষের আইনজীবী আদালতের কাজে আপত্তি তোলেন। রায় পড়ার সময় পুরোটাই ড. ইউনূসহ চারজন আসামিকে মনোযোগ দিয়ে রায় শুনতে দেখা যায়। এর মাঝে একবার মুহাম্মদ ইউনূসকে বেশ কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে থাকতে দেখা যায়। আসামিদের বিরুদ্ধে আনা সুনির্দিষ্ট অভিযোগ রাষ্ট্রপক্ষ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করতে পেরেছে বলে রায় ঘোষণা করেন তৃতীয় শ্রম আদালতের বিচারক শেখ মেরিনা সুলতানা ।

অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসসহ চাজনর আসামিকে শ্রম আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে একটি ধারায় ছয় মাসের কারাদণ্ড ও পাঁচ হাজার টাকা করে জরিমানা করে সাজা দেয় আদালত। আরেক ধারায় ২৫ হাজার টাকা করে জরিমানা, অনাদায়ে ১৫ দিনের কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে। একইসাথে শ্রমিকদের চাকরি স্থায়ী করা, ছুটি সংক্রান্ত সব বিষয় আগামী ৩০ দিনের মধ্যে সমাধান করতে নির্দেশ দিয়েছে শ্রম আদালত। সাজা ঘোষণার সাথে সাথেই আসামিদের আইনজীবী জামিন আবেদন করলে তা মঞ্জুর করে আদালত। ফলে এখনি কারাগারে যেতে হবে না ড. ইউনূসকে । এক মাসের মধ্যে আপিল করার শর্তে পাঁচ হাজার টাকার বন্ডে জামিন আবেদন করা হয়। এই এক মাসের মধ্যে আসামিদের শ্রম আপিলেট ট্রাইব্যুনালে আপিল করতে হবে। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে এই রায় ঘোষণা করেন বিচারক শেখ মেরিনা সুলতানা। রায়ের আগে ও পরে প্রায় দুই ঘণ্টার মতো আদালত কক্ষে ছিলেন মুহাম্মদ ইউনূসসহ চার আসামি। সাজা ঘোষণার পরও তাকে হাসতে দেখা গেছে। পরে দুপুর তিনটা বিশ মিনিটের দিকে আদালত থেকে বেরিয়ে আইনজীবীদের সাথে নিচে নেমে যান মুহাম্মদ ইউনূস। সেখানে অবস্থানরত সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন তিনি । "যে দোষ আমরা করি নাই, সেই দোষের ওপরে শাস্তি পেলাম। এটা আমাদের কপালে ছিল, জাতির কপালে ছিল, আমরা সেটা বহন করলাম" বলেন মি. ইউনূস । তার আইনজীবী প্রতিক্রিয়ায় বলেন, "এটা কোন রায়ই হলো না। এটা নজিরবিহীন ঘটনা। যে অভিযোগে সিভিল মামলা হওয়ার কথা ছিলো। তাতে ফৌজদারি অপরাধে সাজা দেয়া হলো। এর বিরুদ্ধে আপিল করবো।" কলকারখানা অধিদপ্তরের আইনজীবী খুরশিদ আলম খান বলেন, "প্রত্যাশিত রায় আমরা পেয়েছি। এখন প্রতিষ্ঠান মালিকরা সতর্ক হবে। কেউ আইনের ঊর্ধ্বে নয়। আইন লঙ্ঘন হলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।" রায়ের পরই আদালত কক্ষে থাকা মানবাধিকারকর্মী ও অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের সাবেক মহাসচিব আইরিন খান বিবিসি বাংলাকে বলেন, "এভাবে আইন ও ন্যায়ের নামে অন্যায় করা হচ্ছে, এটা একটা হাস্যকর ব্যাপার। তিনি একজন নোবেল বিজয়ী, গায়ের জোরে এখানে অন্যায়কে ন্যায় বানিয়ে একটা কোর্টের মধ্যে এনে হাস্যকর ব্যাপার বানানো হয়েছে।" সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার পর অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস যখন বিজয়নগরের শ্রম আদালত প্রাঙ্গণ ত্যাগ করছিলেন, তখন বিকেল প্রায় চারটা বেজে গেছে।

(বিবিসি ওয়েব পেজ :১.১.২৪ রিহাব)

ভয়েস অফ আমেরিকা

কুমিল্লায় নির্বাচ আচরণবিধি লঙ্ঘনের দেয় জরিমানা করায় ম্যাজিস্ট্রেটের উপর হামলা

বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার দেবিদ্বারে, নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘনের দায়ে জরিমানা করায় এক নির্বাহী ম্যাজিট্রেটের ওপর হামলা হয়েছে। রবিবার (৩১ ডিসেম্বর) রাত সাড়ে ৯টার দিকে কুমিল্লা-৪ (দেবিদ্বার) আসনে এই ঘটনা ঘটে। ঈগল প্রতীকের স্বতন্ত্র প্রার্থী আবুল কালাম আজাদকে জরিমানা করা হলে, তার সমর্থকরা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. রায়হানুল ইসলামের ওপর হামলা করে। এ সময় ম্যাজিস্ট্রেটের গাড়ি ভাঙচুর করা হয়। ঘটনার পর, দেবিদ্বার থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা এবং পুলিশ এ কথা জানিয়েছে। তারা জানায়, দেবিদ্বারে পৌরসভা এলাকার ভিংলাবাড়িতে রাত ৮টার পর মাইক ব্যবহার করে নির্বাচনী সভা করছিলেন স্বতন্ত্র প্রার্থী (ঈগল প্রতীক) আবুল কালাম আজাদ ও তার সমর্থকরা। এসময় দেবিদ্বার উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. রায়হানুল ইসলাম আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেন। এতে নেতা-কর্মীরা ক্ষিপ্ত হয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের ওপর হামলার করেন ও তার গাড়ির সামনের কাঁচ ভেঙে ফেলেন। এ ঘটনায় সহকারী কমিশনারের অফিস সহকারী মো. আলাদ্দিন বাদী হয়ে অজ্ঞাত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছেন। এই বিষয়ে জানতে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. রায়হানুল ইসলামকে একাধিক বার ফোন করা হলেও তিনি রিসিভ করেননি। দেবিদ্বার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. নয়ন মিয়া জানান, "জরিমানা করায় হামলার শিকার হয়েছেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট; এমন অভিযোগে থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। দেবিদ্বার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নিগার সুলতানা জানান, আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে স্বতন্ত্র প্রার্থী আবুল কালাম আজাদকে জরিমানা করায়, হামলার শিকার হয়েছেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রায়হানুল ইসলাম।" তিনি এখন সুস্থ আছেন। মামলা দায়ের করা হয়েছে। দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে" জানান উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নিগার সুলতানা।(ভোয়া ওয়েব পেজ: ০১.০১.২০২৩ এলিনা)

বিএনপি চলতি বছর শান্তিপূর্ণভাবে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করবে : মঈন খান

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আবদুল মঈন খান বলেছেন যে ২০২৪ সালে শান্তিপূর্ণ প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার হবে। সোমবার (১ জানুয়ারি) বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের মাজার প্রাঙ্গণে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ কথা বলেন। আবদুল মঈন খান আরো বলেন, "আগামী দিনগুলোতে জনগণের সমর্থন নিয়ে বিএনপি আরো শক্তিশালী হবে।" ভুয়া ও সাজানো নির্বাচনের জন্য যে প্রহসন করা হচ্ছে, তা আমরা প্রত্যাখ্যান করেছি। জনগণের সঙ্গে আমরা এই একদলীয় সরকারকে প্রত্যাখ্যান করেছি" যোগ করেন ড. খান। তিনি অভিযোগ করেন যে বর্তমান সরকার জনগণের সমর্থনে দিয়ে নয়, বুলেট ও রাষ্ট্রযন্ত্রের শক্তি ব্যবহার করে ক্ষমতায় রয়েছে। মঈন খান বলেন, "বুলেট, পুলিশের লাঠি, কাঁদানে গ্যাস, সাউন্ড গ্রেনেডের ব্যবহার ছাড়াই আমরা বাংলাদেশে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনবো। আমরা জনগণের শক্তিতে শান্তিপূর্ণ প্রক্রিয়ায় এটা করবো।তিনি বলেন, "বাংলাদেশে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত বিএনপির নেতা-কর্মীরা রাজপথে থাকবে।সরকার ও নির্বাচন কমিশন ৭ জানুয়ারি ভুয়া নির্বাচন করতে যাচ্ছে বলে উল্লেখ করেন এই বিএনপি নেতা। বলেন, "আপনারা দেখেছেন, সরকার নির্বাচন অনুষ্ঠানের চেষ্টা করে ইতোমধ্যে সবকিছু এলোমেলো করে দিয়েছে। মঈন খান আরো বলেন, "এমনকি, ক্ষমতাসীনদের জোট ও পোষা বিরোধী দলের প্রার্থীরাও এই নির্বাচনের সমালোচনা করছেন। সুতরাং এ বিষয়ে আমাদের কিছু বলার দরকার নেই। সরকার ইতোমধ্যে ৩০০ আসনে কারা এমপি হবেন তা নির্ধারণ করে নির্বাচন করেছে বলে অভিযোগ করেন ড. মঈন খান।তিনি বলেন, "এটি একটি ভুয়া নির্বাচন। কোনো জনপ্রতিনিধি সংসদ সদস্য হবেন না; কারণ এটি মনোনয়নের নির্বাচন হবে।"নির্বাচন কমিশন ৭ জানুয়ারি পূর্ব নির্ধারিত ফলাফল ঘোষণা করবে; উল্লেখ করেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আবদুল মঈন খান।এদিকে, আরো তিন দিন বাড়িয়ে, বৃহস্পতিবার পর্যন্ত গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ কর্মসূচি পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিএনপি। সোমবার (১ জানুয়ারি) ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বর্ধিত কর্মসূচি ঘোষণা করেন। রিজভী বলেন, "সারাদেশে আমাদের গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ কার্যক্রম চলছে। মঙ্গলবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বিএনপি ও সমমনা দলগুলো আবার গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ কর্মসূচি পালন করবে। কর্মসূচি সফল করার জন্য দলের নেতা-কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান রুহুল কবির রিজভী। এর আগে, গত শনিবার গণসংযোগ কর্মসূচির মেয়াদ সোমবার পর্যন্ত বাড়ানো হয়।(ভোয়া ওয়েব পেজ: ০১.০১.২০২৩ এলিনা)

বিএনপি-জামায়াতের নাশকতা ঠেকাতে ভোট দেওয়ার আহ্বান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার

আগামী ৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠেয় বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট দিয়ে, বিএনপি-জামায়াতের 'অগ্নিসংযোগের' উপযুক্ত জবাব দিতে জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা। সোমবার (১ জানুয়ারি) রাজধানী ঢাকার কলাবাগান ক্রীড়াচক্র মাঠে আয়োজিত জনসভায় এ আহবান জানান তিনি। শেখ হাসিনা বলেন, "শুধু ভোট দেবেন না, ভোট রক্ষা করবেন। অগ্নিসংযোগকারী, জঙ্গী ও সন্ত্রাসী বিএনপি-জামায়াতকে উপযুক্ত জবাব দিন। বিএনপি-জামায়াত দেশকে 'ধ্বংস করতে চায়' বলে বলে উল্লেখ করেন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী। তাদের বিরুদ্ধে সর্বদা সজাগ থাকার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান তিনি। "বিএনপি-জামায়াত আগামী নির্বাচনে অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে আপনাদের ভোট কেড়ে নিতে চায়" যোগ করেন শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, " ৭ জানুয়ারি সকালে ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ভোট দেবেন; যাতে কেউ আপনাদের ভোটাধিকার ও নির্বাচন কেড়ে নিতে না পারে।

(ভোয়া ওয়েব পেজ: ০১.০১.২০২৩ এলিনা)

নির্বাচন সুষ্ঠু না হলে সরকার আন্তর্জাতিক সংকটে পড়বে : তৈমুর আলম খন্দকার

বাংলাদেশের আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠু না হলে সরকার আন্তর্জাতিক সংকটে পড়বে বলে উল্লেখ করেছেন তৃণমূল বিএনপির মহাসচিব ও নারায়ণগঞ্জ-১ আসনের প্রার্থী তৈমুর আলম খন্দকার।"নির্বাচন সুষ্ঠু না হলে সরকার আন্তর্জাতিক সংকটে পড়বে। তাই, নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে, সব প্রার্থীকে সমষ্টিগতভাবে সহানুভূতিশীল হয়ে কাজ করতে হবে।" তিনি সোমবার (১ জানুয়ারি) দুপুরে নির্বাচনী প্রচারের সময় সাংবাদিকদের কাছে এই মন্তব্য করেন। তৃণমূল বিএনপির মহাসচিব বলেন, নারায়ণগঞ্জ-১ (রূপগঞ্জ) আসনে আওয়ামী লীগে বিভক্তির কারণে তাঁর জয়ের পথ সহজ হয়েছে। তৈমুর আলম খন্দকার বলেন, ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের দুই নেতা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এ কারণে "দলের মধ্যে বিভক্তি" দেখা দিয়েছে। নারায়ণগঞ্জ-১ আসনে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের প্রার্থী হলেন গোলাম দস্তগীর গাজী। আর, উপজেলা আ্ওয়ামী লীগের নেতা শাহজাহান ভূঁইয়া স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে কেটলি প্রতীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।" আওয়ামী লীগ সমর্থক ভোটাররা বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এ কারণে আমার জনপ্রিয়তা অনেক বেড়েছে," খন্দকার বলেন। ভোটের দিন সারা দেশে তৃণমূল বিএনপির পোলিং এজেন্টদের অবস্থান নিশ্চিত করতে নির্বাচন কমিশনের প্রতি দাবি জানান তৈমুর আলম খন্দকার। তৃণমূল বিএনপির পোলিং এজেন্টদের কেন্দ্র থেকে বের করে দিলে, পরিণতি খারাপ হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন দলটির মহাসচিব। নারায়ণগঞ্জ-১ আসনে আরও আছেন: শহীদুল ইসলাম, ইসলামিক ফ্রন্ট বাংলাদেশ, চেয়ার; জয়নাল আবেদীন চৌধুরী, স্বতন্ত্র প্রার্থী, ট্রাক; গাজী গোলাম মূর্তজা, স্বতন্ত্র, ঈগল; হাবিবুর রহমান, স্বতন্ত্র আলমিরা; সাইফুল ইসলাম, জাতীয় পার্টি, লাঙ্গল; মোহাম্মদ যোবায়ের আলম ভূইঞা, জাকের পার্টি, গোলাপ ফুল।সাবেক মন্ত্রী ও বিএনপি নেতা নাজমুল হুদা ২০১৫ সালে তৃণমূল বিএনপি প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠার পর, এক পর্যায়ে দলটি, ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোটে যোগ দেয়ার চেষ্টা করে। প্রতিষ্ঠার পর, দীর্ঘকাল তৃণমূল বিএনপি নির্বাচন কমিশন থেকে নিবন্ধন পায়নি। শেষ পর্যন্ত নিবন্ধনের বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়ায়। পরে, ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে দলটি নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধিত হয় এবং পুরোদমে রাজনৈতিক কার্যক্রম শুরু করে। বাংলাদেশের আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নেয়া রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে তৃণমূল বিএনপি অন্যতম। (ভোয়া ওয়েব পেজ: ০১.০১.২০২৩ এলিনা)

শ্রম আইন লঙ্ঘনের মামলায় ডঃ মুহাম্মদ ইউনূসকে ছয় মাসের কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত

শ্রম আইন লঙ্ঘনের মামলায়, বাংলাদেশের নোবেল বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূস ও গ্রামীণ টেলিকমের তিন শীর্ষ কর্মকর্তাকে ছয় মাসের কারাদণ্ড দিয়েছে ঢাকার একটি শ্রম আদালত। একই সঙ্গে তাদের ২৫ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে। পরে, আপিলের শর্তে দণ্ডিত সকল ব্যক্তির জামিন মঞ্জুর করে বিচারিক আদালত। সোমবার (১ জানুয়ারি) ঢাকার তৃতীয় শ্রম আদালতের বিচারক শেখ মেরিনা সুলতানা এ রায় ঘোষণা করেন। এর আগে, দুপুর পৌনে দুইটার দিকে ড. ইউনূস আদালতে পৌঁছান। রাষ্ট্রপক্ষ ও অভিযুক্ত পক্ষের যুক্তিতর্ক শেষ হয় ২০২৩ সালের ২৪ ডিসেম্বর। এরপর, রায় ঘোষণার জন্য ১ জানুয়ারি দিন ধার্য করে আদালত। এর আগে, ২০২৩ সালের ৬ জুন ঢাকার শ্রম আদালত-৩ চার অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে। মামলায় অনান্য অভিযুক্ত ব্যক্তি হলেন; গ্রামীণ টেলিকম ট্রাস্টের সিইও আশরাফুল হাসান, ট্রাস্টি নূরজাহান বেগম ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক এম শাহজাহান। অভিযোগ গঠনের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে ড. ইউনূসসহ তিন জন, মামলার বিচার কার্যক্রম স্থগিত চেয়ে আবেদন করেন। এরপর, গত বছরের ২৩ জুলাই চার জনের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ গঠনের আদেশ কেন বাতিল করা হবে না; তা জানতে চেয়ে রুল জারি করে হাইকোর্ট। গত ৩ আগস্ট ড. ইউনূস এবং অন্যদের বিরুদ্ধে নিম্ন আদালতে অভিযোগ গঠন নিয়ে প্রশ্ন তুলে রুল নিষ্পত্তি করতে হাইকোর্টকে নির্দেশ দেয় আপিল বিভাগ। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের শ্রম পরিদর্শক আরিফুজ্জামান বাদী হয়ে ২০২১ সালের ৯ সেপ্টেম্বর ঢাকার তৃতীয় শ্রম আদালতে এই মামলা দায়ের করেন। মামলার এজাহারে বলা হয়, গ্রামীণ টেলিকম পরিদর্শনে গিয়ে অধিদপ্তরের পরিদর্শকরা দেখতে পান, ১০১ জন শ্রমিক ও কর্মচারীর চাকরি স্থায়ী হওয়ার কথা ছিলো, কিন্তু তা করা হয়নি। এ ছাড়া, তাদের জন্য কোনো অংশগ্রহণ তহবিল ও কল্যাণ তহবিল গঠন করা হয়নি; আর, আইন অনুযায়ী কোম্পানির মুনাফার পাঁচ শতাংশ শ্রমিকদের দেয়া হয়নি। এসব অভিযোগের ভিত্তিতে, শ্রম আইনের ৪, ৭, ৮, ১১৭, ২৩৪ ধারায় ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হয়।ছয় মাসের কারাদণ্ড পাওয়ার পর, ড. মুহাম্মদ ইউনূস ও গ্রামীণ টেলিকমের তিন শীর্ষ কর্মকর্তাকে শর্তসাপেক্ষ জামিন দিয়েছেন আদালত। ঢাকার তৃতীয় শ্রম আদালতের বিচারক শেখ মেরিনা সুলতানা তাদের জামিন মঞ্জুর করেন। ড. ইউনূসের আইনজীবী ব্যারিস্টার আবদুল্লাহ আল মামুন বলেন, "আপিলের শর্তে আদালত সবাইকে এক মাসের জামিন দিয়েছে। রায়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন ব্যারিস্টার মামুন। তিনি বলেন, "আমরা ন্যায়বিচার পাইনি এবং উচ্চ আদালতে আপিল করবো। (ভোয়া ওয়েব পেজ: ০১.০১.২০২৩ এলিনা)

প্রফেসর ইউনুস বা কারো জন্য আইন ভিন্ন হওয়া উচিত নয় : শহিদুল আলম

অধ্যাপক মুহম্মদ ইউনূসের রায়ের প্রতিক্রিয়ায় ভয়েস অফ আমেরিকাকে ড. শহিদুল আলম বলেন, "আইন সকলের ক্ষেত্রে সমান হওয়া উচিত। এটা প্রফেসর ইউনুস বা কারো জন্য ভিন্ন হওয়া উচিত না। আমরা যেখানে প্রকাশ্যে দেখছি যে, চারিদিকে এতগুলি অন্যায় হচ্ছে এবং সেটার ক্ষেত্রে কোন কিছুই করা হচ্ছে না। অথচ প্রফেসর ইউনুসের ক্ষেত্রে তড়িঘড়ি করে অল্প সময়ের মধ্যে প্রায় দিয়ে দেওয়া এবং তাকে এবং সর্বোচ্চ শাস্তি দেওয়া এটা খুব সন্দেহজনক।" তিনি বলেন, এটাতো বলা হচ্ছে শ্রমিকের অধিকারের জন্য। এইখানে তারা যে বঞ্চিত হচ্ছে সেটা শুনে মনে হয় না কিন্তু

এই একই দেশে যেখানে গার্মেন্টস শ্রমিকরা বেঁচে থাকার জন্য তাদের নূন্যতম যে বেতন পাওয়ার কথা সেই বেতনের দাবিতে যখন রাস্তায় নামে তখন তাদের আক্রমণ করা হয়, এরেস্ট করা হয়, খুন করা হয়। এই জায়গায় ন্যায় বিচার হচ্ছে এটা আমার জন্য বিশ্বাস করা খুব কঠিন।"(ভোয়া ওয়েব পেজ: ০১.০১.২০২৩ এলিনা)

ড. ইউনূসের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে শ্রমিকের পাওনা বুঝিয়ে না দেওয়ার জন্য : ডক্টর হাছান মাহমুদ

নোবেল জয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে মামলার রায় প্রসঙ্গে তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ বলেন, "পৃথিবীতে অনেক নোবেলজয়ী ফৌজদারি ও দেওয়ানি মামলায় সাজাপ্রাপ্ত হয়েছেন। অনেকে জেলও খেটেছেন। ড. ইউনূসের প্রতি সম্মান রেখেই বলতে চাচ্ছি, তার বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে শ্রমিকের পাওনা বুঝিয়ে না দেওয়ার জন্য। তিনি শ্রমিকের পাওনা বুঝিয়ে দেননি, বহু বছর ধরে।"একই সঙ্গে বাংলাদেশের শ্রম অধিকার বিষয়ে বন্ধু রাষ্ট্রগুলোর ভূমিকার সমালোচনাও করেছেন তিনি। তিনি বলেন, "আশা করি, বন্ধু রাষ্ট্রগুলোও এ নিয়ে কথা বলবেন। শ্রমিকের অধিকার ও পাওনা বুঝিয়ে না দেওয়ার কারণে তার বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। অপরাধ সংঘটিত হয়েছে বলে মামলা হয়েছে।"সোমবার (১ জানুয়ারি) সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে মত বিনিময়কালে এসব কথা বলেন।
(ভোয়া ওয়েব পেজ: ০১.০১.২০২৩ এলিনা)

ডক্টর ইউনূসের পক্ষে প্রধানমন্ত্রীকে ১৬০ বিশ্ব নেতার খোলা চিঠি

১০০জনের বেশি নোবেল বিজয়ীসহ ১৬০জন বিশ্বনেতা বাংলাদেশের প্রথম ও একমাত্র নোবেল বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সুরক্ষা ও সুস্থতার বিষয়ে তাদের গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে একটি খোলা চিঠি লেখেন ২০২৩-এর আগস্ট মাসে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সরাসরি সম্বোধন করা চিঠিতে সই করাদের মধ্যে ছিলেন- যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা, হোসে রামোস-হোর্তা, মেরি রবিনসন, মারেড করিগান-ম্যাগুয়াইয়ার, শিরিন এবাদি, ডেনিস মুকওয়েগে, নাদিয়া মুরাদ, মারিয়া রেসা, অস্কার আরিয়াস সানচেজ, জুয়ান ম্যানুয়েল সান্তোস, বান কি-মুন, লরা বোলড্রিনি, পল ডেভিড হিউসন (বোনো) এবং স্যার রিচার্ড ব্রানসন প্রমুখ। ড. মোহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে আইনি প্রক্রিয়াকে "বিচারিক হয়রানি" বলে অভিহিত করে সইকারীরা তার বিরুদ্ধে বর্তমান বিচারিক কার্যক্রম অবিলম্বে স্থগিত করার আহ্বান জানিয়েছিলেন।চিঠিতে লেখা হয়েছিল, "বর্তমান প্রেক্ষাপটে মানবাধিকারের প্রতি যে হুমকি আমাদের উদ্বিগ্ন করে তা হলো—নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের মামলা। আমরা উদ্বিগ্ন, সম্প্রতি তাকে টার্গেট করা হয়েছে। এটা ক্রমাগত বিচারিক হয়রানি বলেই আমাদের বিশ্বাস।" এতে আরও বলা হয়েছিল, "আমরা সসম্মানে অনুরোধ করছি আপনি অবিলম্বে ড. ইউনূসের বিরুদ্ধে বর্তমান বিচারিক কার্যক্রম স্থগিত করুন, তারপরে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত আইন বিশেষজ্ঞদের অংশগ্রহণসহ আপনার দেশের মধ্যে থেকে নিরপেক্ষ বিচারকদের একটি প্যানেল দ্বারা অভিযোগ পর্যালোচনা করা হবে। আমরা নিশ্চিত, তার বিরুদ্ধে দুর্নীতিবিরোধী ও শ্রম আইনের মামলাগুলোর যে কোনও পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা করা হলে তিনি খালাস পাবেন।"ঐ চিঠির প্রেক্ষিতে ২৯ আগস্ট পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মো. শাহরিয়ার আলম বলেন, "বাংলাদেশের একটি স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা রয়েছে এবং আদালত ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বিষয়ে তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেবেন।"ড. ইউনূসের পক্ষে যারা চিঠি লিখেছেন তাদের প্রসঙ্গে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, "তারা (বিচার) প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করতে পারেন।"পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, আদালতের কার্যক্রম স্থগিত করার আহ্বান 'নজিরবিহীন'।(ভোয়া ওয়েব পেজ: ০১.০১.২০২৩ এলিনা)

ডক্টর ইউনূসের বিরুদ্ধে গণভবনের রায়ে গোটা জাতি লজ্জিত

নোবেল বিজয়ী প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে শ্রম আদালতের রায়ের নিন্দা জানিয়েছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি। বলেছে, "গণভবনের নির্দেশিত এই রায়ে পুরো জাতি লজ্জিত।"সোমবার (১ জানুয়ারি) ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে, বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেন, "ড. ইউনূস প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতিহিংসার শিকার হয়েছেন।" রিজভী বলেন, শ্রম আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে কথিত মামলায় শেখ হাসিনার নির্দেশে ড. ইউনূসকে ছয় মাসের কারাদণ্ডের রায় দিয়েছে আদালত। গণভবনের নির্দেশিত এই রায়ে সমগ্র জাতি লজ্জিত। তিনি বলেন, "আমরা এই রায়ের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি।""ড. ইউনূসের বিরুদ্ধে শেখ হাসিনার ক্রমাগত বিষাক্ত মন্তব্য এবং তাকে দেয়া বিভিন্ন হুমকি প্রমাণ করেছে, রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে এই রায় দেয়া হয়েছে" উল্লেখ করেন রিজভী। গত ২০২২ সালের ১৮ মে এক আলোচনা সভার উদ্বৃতি দিয়ে রিজভী বলেন, শেখ হাসিনা বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে পদ্মা নদীতে ফেলে হত্যার হুমকি দিয়েছিলেন। এই বিএনপি নেতা বলেন, "তিনি (প্রধানমন্ত্রী) ড. মুহাম্মদ ইউনূসকেও পদ্মা সেতু থেকে পানিতে ফেলে দেয়ার হুমকি দেন। তখন থেকেই এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র চলছে।" তিনি উল্লেখ করেন যে আওয়ামী লীগ নেতারা লাখ লাখ কোটি টাকা লুট পাট করে বিদেশে পাচার ও আত্মসাৎ করলেও, তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না। "জাতির গর্ব ড. ইউনূসকে সুপরিকল্পিতভাবে সাজানো রায়ে দণ্ড দেয়া হয়েছে" বলেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। উল্লেখ্য, সোমবার (১ ডিসেম্বর) শ্রম আইন লঙ্ঘনের মামলায় নোবেল বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূস ও গ্রামীণ টেলিকমের তিন শীর্ষ কর্মকর্তাকে ছয় মাসের কারাদণ্ড ও ২৫ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়। ঢাকার তৃতীয় শ্রম আদালতের বিচারক শেখ মেরিনা সুলতানা এই রায় দেন। পরে একই আদালত তাদের শর্তসাপেক্ষে জামিন মঞ্জুর করে।(ভোয়া ওয়েব পেজ: ০১.০১.২০২৩ এলিনা)

এমন অপরাধে সাজা দেওয়া হয়েছে যা আমি করিনি : ড. মুহাম্মদ ইউনূস

শান্তিতে নোবেল বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, তিনি যে অপরাধ করেননি তার জন্য তাকে শাস্তি দেয়া হয়েছে। সোমবার (১ জানুয়ারি) দুপুরে ঢাকার একটি শ্রম আদালতের দেয়া দণ্ডাদেশের প্রতিক্রিয়ায় তিনি এ কথা বলেন। শ্রম আইন লঙ্ঘনের মামলায় দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর ড. ইউনূস সাংবাদিকদের বলেন, "আমি এমন একটি অপরাধের জন্য শাস্তি পেয়েছি, যা আমি করিনি। আপনি যদি এটিকে ন্যায়বিচার বলতে চান, বলতে পারেন।" এই মামলায়, ড. ইউনূসের পাশাপাশি গ্রামীণ টেলিকমের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আশরাফুল হাসান এবং দুই পরিচালক নুরজাহান বেগম ও মো. শাহজাহানকে ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। অনাদায়ে আরো ১০ দিনের কারাদণ্ড দেয়া হয়। চুরাশি পৃষ্ঠার রায়ে বিচারক বলেছেন, তাদের বিরুদ্ধে শ্রম আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। রায় ঘোষণার সময় আদালতে অনেক বিশিষ্ট নাগরিক উপস্থিত ছিলেন। রায় ঘোষণার পর কড়া পুলিশি নিরাপত্তায় ড. ইউনূসকে আদালত থেকে বাইরে নেয়া হয়। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় ড. ইউনূস বলেন, "আজ রায় ঘোষণা শুনতে আমার অনেক বিদেশি বন্ধু-বান্ধব এসেছেন; যাদের সঙ্গে বহুদিন দেখা হয়নি। আজ তাদের দেখে খুব আনন্দ লাগছিলো।" আদালতে উপস্থিত বিশিষ্ট নাগরিকদের মধ্যে ছিলেন; মানবাধিকারকর্মী আইরিন খান, সারা হোসেন, আলোকচিত্রী শহিদুল আলম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষক ড. আসিফ নজরুল। আইরিন খান সাংবাদিকদের বলেন, ড. ইউনূসের সাজার রায়ে তিনি বিস্মিত। তাঁকে (ড. ইউনূস) হয়রানি করার জন্যই এই সাজা দেয়া হয়েছে। বিচারক দুপুর ২টার পর এজলাস গ্রহণ করেন। পরে রায় পড়া শুরু করেন তিনি। বিচারক বলেন,৮৪ পৃষ্ঠার রায়ের মধ্যে সব পড়া সম্ভব নয়। এরপর তিনি বলেন, "আজ নোবেল বিজয়ী ড. ইউনূসের বিচার হচ্ছে না। এখানে বিচার করা হচ্ছে গ্রামীন টেলিকমের চেয়ারম্যান হিসেবে। আমি শুধু সারাংশ পড়ে শোনাচ্ছি।" রায় পড়ার সময় ড. ইউনূসের আইনজীবী ব্যারিস্টার মামুন অনেকবার বিচারকের দৃষ্টিআকর্ষণ করেন। তিনি বলেন, তাদের বক্তব্য রায়ে আনা হয়নি। এতে আদালতের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়। বিচারক রায়ে বলেন, আদালতের কাছে প্রতীয়মান হয়েছে, শ্রম আইন লঙ্ঘন হয়েছে। এর আগে, গত ২২ আগস্ট এ মামলায় সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু হয়। সাক্ষ্যগ্রহণ শেষে গত ৮ নভেম্বর আত্মপক্ষ সমর্থনে বক্তব্য দেন অভিযুক্ত ব্যক্তিরা।(ভোয়া ওয়েব পেজ: ০১.০১.২০২৩ এলিনা)

রেডিও তেহরান

ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে জরিমানাসহ ছয় মাসের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত

বাংলাদেশের নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। তবে আপিল করার শর্তে ড. ইউনূসসহ আসামিদের ১ মাসের জামিন দেওয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়েছেন ঢাকা থেকে আমাদের বিশেষ সংবাদদাতা :

বাংলাদেশের নোবেল জয়ী অর্থনীতিবিদ ডক্টর মুহাম্মদ ইউনূসকে ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত। তবে আপিল করার শর্তে ড. ইউনূসসহ আসামিদের এক মাসের জামিন দেওয়া হয়েছে। আজ সোমবার বিকেল তিনটার দিকে ঢাকার শ্রম আদালতের বিচারক শেখ মেরিনা সুলতানা শ্রম আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে দায়ের করা মামলায় এ রায় ঘোষণা করেন। এ মামলায় অন্য আসামিরা হলেন গ্রামীণ টেলিকমের এমডি আশরাফুল হাসান, পরিচালক নুরজাহান বেগম ও মো. শাহজাহান। তাদেরও ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে প্রত্যেককে ৩০ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে। রায়ের পর্যবেক্ষণে আদালত বলেন, আসামিপক্ষের আইনজীবীরা এক নম্বর আসামির বিষয়ে প্রশংসাসূচক বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। তাকে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াই করা নোবেলজয়ী আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব বলা হয়েছে। কিন্তু এ আদালতে নোবেলজয়ী ইউনূসের বিচার হচ্ছে না, গ্রামীণ টেলিকমের চেয়ারম্যান হিসেবে বিচার হচ্ছে। এসময় আদালত বলেন, ড. ইউনূসসহ চারজনের বিরুদ্ধে শ্রম আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। রায়ের বিষয়ে প্রতিক্রিয়ায় ড. ইউনূস বলেন, যে দোষ করিনি, সেই দায় নিয়ে সাজা পেলাম। এদিকে, ইউনূসের রায় ঘোষণাকে কেন্দ্র করে শ্রম আদালত ও এর আশপাশে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়। বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়। খবর সংগ্রহের জন্য রায় ঘোষণার এক ঘণ্টা আগে দেশের ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের প্রতিনিধিরা সেখানে ভিড় জমান। উল্লেখ্য, গত ২৪ ডিসেম্বর শ্রম আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে করা মামলায় নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূসসহ চারজনের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন শেষ হয়। (রেডিও তেহরান: ২০৩০ ঘ. ০১.০১.২৪ এলিনা)

ডয়চে ভেলে

ড. ইউনূসের ৬ মাসের কারাদণ্ড, আপিলের শর্তে জামিন

শ্রম আইন লঙ্ঘনের মামলায় গ্রামীণ টেলিকমের চেয়ারম্যান ও শান্তিতে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে এক মাসের মধ্যে আপিলের শর্তে জামিন মঞ্জুর করা হয়েছে। ঢাকার তৃতীয় শ্রম আদালতের বিচারক বেগম শেখ মেরিনা সুলতানা তার জামিন মঞ্জুর করেন । এর আগে, শান্তিতে নোবেল বিজয়ী প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস ও গ্রামীণ টেলিকমের তিন শীর্ষ কর্মকর্তাকে শ্রম আইন লঙ্ঘন মামলায় ছয় মাস করে কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। এছাড়া তাদের প্রত্যেককে ২৫ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয় । গ্রামীণ টেলিকমের চেয়ারম্যান ড. ইউনূস এবং শীর্ষ কর্মকর্তা আশরাফুল হাসান, নুরজাহান বেগম ও মোহাম্মদ শাহজাহানের নামে এই মামলা করা হয় । রায় ঘোষণার আগে দুপুর পৌনে ২টার দিকে ঢাকার তৃতীয় শ্রম আদালতে পৌঁছান ড. ইউনূস ।

প্রফেসর ইউনূস ডয়চে ভেলের আরাফাতুল ইসলামকে বলেন, "আমি আমার সাধ্যমত বাংলাদেশের জনগণ-এর সেবা করে যাব ও সামাজিক ব্যবসার আন্দোলনে কাজ করে যাব। আমার আইনজীবীরা আদালতে দৃঢ়ভাবে যুক্তি দেখিয়েছেন, আমার বিরুদ্ধে এই রায় সব আইনি নজির ও যুক্তির পরিপন্থী। আমি বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিককে অন্যায়ের বিরুদ্ধে এবং গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের পক্ষে এক কণ্ঠে কথা বলার আহ্বান জানাই।" রায়ের পর আদালত থেকে বেরিয়ে ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, 'যে দোষ করিনি, সেই দোষের শাস্তি পেলাম। এটাকে ন্যায়বিচার যদি বলতে চান, তাহলে বলতে পারেন।' তিনি আরো বলেন, ''২০২৪ সালের প্রথম দিন আজকে। আমরা আজকে আদালতে এসেছিলাম রায় শোনার জন্য। এসে মনটা ভরে গেল, আমার বহু বন্ধু-বান্ধব এখানে পেয়ে গেলাম, যাদের সঙ্গে আমার বহুদিন দেখা হয়নি।..এরা আজকে এসেছে, এই আনন্দের দিনে যে কী রায় হয় দেখার জন্য। আমার কী অবস্থা দাঁড়াবে। আমি কিন্তু খুবই খুশি তাদের দেখে। মনটা ভরে গেল। বহুদিন পরে যারা বিভিন্ন দেশ থেকে এসেছে, ছুটিতে এসেছে। এক জায়গায় একত্র হওয়ার সুযোগ পেলাম আমরা।"

গত ১৬ নভেম্বর এ মামলায় রাষ্ট্রপক্ষ তাদের যুক্তিতর্ক উপস্থাপন শেষ করে। এর আগে, গত ৬ জুন তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের পর মামলায় রাষ্ট্রপক্ষের চার সাক্ষীর জবানবন্দিও রেকর্ড করা হয়। ২০২১ সালের ৯ সেপ্টেম্বর ঢাকার তৃতীয় শ্রম আদালতে মামলাটি করেন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন বিভাগের শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ) এসএম আরিফুজ্জামান। মামলার নথি অনুসারে, আইএফইডি কর্মকর্তারা ২০২১ সালের ১৬ আগস্ট ঢাকার মিরপুরে গ্রামীণ টেলিকমের অফিস পরিদর্শন করে শ্রম আইনের বেশকিছু লঙ্ঘন খুঁজে পান। সেই বছরের ১৯ আগস্ট গ্রামীণ টেলিকম কর্তৃপক্ষকে চিঠি পাঠিয়ে বলা হয়, প্রতিষ্ঠানটির ৬৭ কর্মচারীকে স্থায়ী করার কথা ছিল, কিন্তু তা করা হয়নি। এছাড়া, কর্মচারীদের পার্টিসিপেশন ও কল্যাণ তহবিল এখনো গঠন করা হয়নি এবং কোম্পানির যে লভ্যাংশ শ্রমিকদের দেওয়ার কথা ছিল তার পাঁচ শতাংশও পরিশোধ করা হয়নি। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ : ১.১.২৪)

এই রায় সব আইনি নজির ও যুক্তির পরিপন্থি : ইউনূস

শ্রম আদালতে ছয় মাসের কারাদণ্ড পাওয়া শান্তিতে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূস ডয়চে ভেলেকে দেয়া প্রতিক্রিয়ায় এ কথা বলেন। তার আইনজীবীর দাবি- এই বিচার কার্যক্রম 'দেশের ইতিহাসে অভূতপূর্ব।' শ্রম আইন লঙ্ঘনের মামলায় গ্রামীণ টেলিকমের চেয়ারম্যান ড. মুহাম্মদ ইউনূস এবং প্রতিষ্ঠানটির তিন শীর্ষ কর্মকর্তাকে ছয় মাস করে কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। এছাড়া তাদের প্রত্যেককে ২৫ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে। ২০২১ সালের ৯ সেপ্টেম্বর ঢাকার তৃতীয় শ্রম আদালতে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন বিভাগের শ্রম পরিদর্শক এই মামলা দায়ের করেছিলেন। রায়ের প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে ডয়চে ভেলেকে পাঠানো এক বিবৃতিতে প্রফেসর ইউনূস এই রায়কে 'আইনি নজির ও যুক্তির পরিপন্থী' হিসেবে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন, ''আমি আমার সাধ্যমতো বাংলাদেশের জনগণের সেবা করে যাবো ও সামাজিক ব্যবসার আন্দোলনে কাজ করে যাবো। আমার আইনজীবীরা আদালতে দৃঢ়ভাবে যুক্তি দেখিয়েছেন, আমার বিরুদ্ধে এই রায় সব আইনি নজির ও যুক্তির পরিপন্থী। আমি বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিককে অন্যায়ের বিরুদ্ধে এবং গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের পক্ষে এক কণ্ঠে কথা বলার আহ্বান জানাই।" এদিকে, ডয়চে ভেলেকে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের আইনজীবী আবদুল্লাহ-আল-মামুন বলেন, ''তাকে (ড. ইউনূস) এখানে আটকানোর জন্য এবং হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য, হ্যারাসমেন্ট করার জন্য...এটা করা হয়েছে।"

শ্রম আদালতে মামলা যেখানে পাঁচ বছরেও শেষ হয় না সেখানে এই মামলার শুনানি অস্বাভাবিক দ্রুত করা হয়েছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। জানান, এক মাসে আট-দশটি শুনানির তারিখ দেয়া হয়েছে। এই আইনজীবী বলেন, ''এক সপ্তাহের ভেতরে শুনানি করে নজিরবিহীনভাবে রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত সাড়ে নয় ঘণ্টা শুনানি করে এখানে রাখা হয়েছে যেটা শ্রম আদালতের ইতিহাসে হয় নাই।" ঢাকার তৃতীয় শ্রম আদালতের বিচারক বেগম শেখ মেরিনা সুলতানা ড. ইউনূসের জামিন আবেদন মঞ্জুর করেছেন। রায়ের পর সাংবাদিকদের দেয়া প্রতিক্রিয়ায় ড. ইউনূস বলেন, ''যে দোষ করিনি, সেই দোষের শাস্তি পেলাম। এটাকে ন্যায়বিচার যদি বলতে চান, তাহলে বলতে পারেন।"
(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ : ১.১.২৪)

অন্তত ৫০ ভাগ ভোটারের উপস্থিতি চায় আওয়ামী লীগ

দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচন দোরগোড়ায়। বিএনপিবিহীন এই নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা কতটা এ প্রশ্নের জবাব সরকারি দল আওয়ামী লীগ খুঁজছে ভোটারের উপস্থিতিতে। প্রতিদিনের মতো আজও সকাল আটটায় দোকান খোলেন আমিনুল ইসলাম। মতিঝিল শাপলা চত্বরের ব্যস্ত সড়কের রিকশা-গাড়িগুলো তার দিকে ধুলো ছিটিয়ে চলে গেলেও এই ফুটপাতই তার প্রিয়। একটা মোটা চাদরই তার দোকানঘর। সেটির ওপর লুঙ্গি আর গামছার বেশ রঙিন পসরা সাজিয়ে বসেছেন তিনি। ''শুভ নববর্ষ। কেমন আছেন?'" প্রশ্ন করতেই মাথা তুলে তাকালেন। কেউ বোধ হয় এমন প্রশ্ন করেন না। আবার প্রশ্ন করলাম, ''নির্বাচনের বছর কেমন শুরু করলেন?" ''টাকাগুলোই নষ্ট," এবার উত্তর দিলেন। আটচল্লিশ বছর বয়স্ক আমিনুলের কাঁচা-পাকা দাড়ি। একটু আগে পান চিবিয়ে ঠোঁট লাল করে রেখেছেন।

''এত এত টাকা খরচ করে এই নির্বাচন করে লাভ কী ? ফলাফল তো সবারই জানা," একটু উষ্মা তার কণ্ঠে। ভোট দিতে যাবেন কি না, এমন প্রশ্নের উত্তর মিললো না আমিনুলের কাছে। গেল কয়েকদিন এমন উৎসাহের অভাব চোখে পড়েছে অনেকের মধ্যেই। কেউ কেউ অবশ্য বলেছেন, তারা ভোট দিতে যাবেন। কিন্তু না যাওয়া বা দ্বিধায় থাকা মানুষেরও অভাব নেই।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি এবারের নির্বাচনে না থাকায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা আর মোটা দাগে ফলাফলের অনিশ্চয়তার অভাবে মানুষের মাঝে উৎসাহের এমন অভাব দেখা গেছে । বিএনপি এবারের নির্বাচন বর্জন করেছে। ২৮ অক্টোবরের পর তাদের নেতা-কর্মীদের ব্যাপক ধরপাকড়ের ফলে নির্বাচনে যাবার আর কোনোও সুযোগ ছিল না বলে অনেকের মত । তাদের নেতা-কর্মীরা বলছেন, এই নির্বাচনের আর কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। তারা মানুষকে ভোটকেন্দ্রে যেতে অনুৎসাহিত করছেন । অন্যদিকে, বিএনপি যেহেতু নেই, ভোটের মাঠে মোটা দাগে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতাও নেই আওয়ামী লীগের। কিন্তু নির্বাচনকে দেশে-বিদেশে গ্রহণযোগ্যও করতে হবে। সে কারণে তারা এবার গ্রহণযোগ্যতার মাপকাঠি হিসেবে বেছে নিয়েছে ভোটারের উপস্থিতিকে। তারা মনে করছে, অন্তত ৫০ ভাগ ভোটার উপস্থিত হলেই সাধারণ মানুষ বিএনপিকে বর্জন করেছে বলে যুক্তি দিতে পারবেন দলটির নেতারা ।

৭ জানুয়ারি ভোটারদের কেন্দ্রে আনতে আওয়ামী লীগ কয়েক স্তরের কৌশল হাতে নিয়েছে। তাদের এই কৌশলের প্রথম স্তর হলো আওয়ামী লীগের সব কর্মী ও তাদের পরিবারের ভোটারদের সবাইকে ভোটকেন্দ্রে আনা। তৃণমূল পর্যায়ের নেতা-কর্মীদের তেমনই নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এর বাইরে সাধারণ ভোটারদের তালিকা করে তাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটকেন্দ্রে আসার অনুরোধ করা হচ্ছে। এছাড়া এলাকায় বয়োজ্যেষ্ঠদের নিয়ে করা হচ্ছে উঠান বৈঠক। সেসব উঠান বৈঠকে প্রার্থীরাও কখনো কখনো আসছেন। তৃণমূল পর্যায়ে কর্মীদের এমনকি লক্ষ্যও নির্ধারণ করে দেয়া হচ্ছে । সরেজমিন রাজধানীর কয়েকটি আসনে ঘুরে দেখা গেছে, আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা এরই মধ্যে কাজ শুরু করেছেন । যেমন, রাজধানীর জুরাইন এলাকায় কথা হচ্ছিল ঢাকা-৪ আসনের আওয়ামী লীগের প্রার্থী সানজিদা খানমের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্য আবদুর রাজ্জাকের সঙ্গে। তিনি স্থানীয় ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট । ''আমরা আমাদের পরিবারের ভোটগুলো সুনিশ্চিত করবো। এটা আমাদের প্রথম অগ্রাধিকার,'' বললেন রাজ্জাক। ''সকল জায়গায় সকল কর্মীর কাছে এরই মধ্যে আমরা নির্দেশনা পৌঁছে দিয়েছি।'' রাজ্জাক বলেন, দ্বিতীয় পর্যায়ে তারা পুরুষ ও নারী কর্মীদের বিভিন্ন এলাকায় পুরুষ ও নারী ভোটারদের কাছে পাঠাচ্ছেন । ''আমরা বলছি, আপনারা ভোট দিতে আসবেন। আপনারা যেন সুষ্ঠুভাবে সুন্দরভাবে ভোট দিতে পারেন, সরকারি দল হিসেবে আমরা তা নিশ্চিত করছি," বলেন রাজ্জাক । এছাড়া প্রত্যেক কর্মীর জন্যও টার্গেট নির্ধারণ করে দেয়া হচ্ছে বলে জানালেন রাজ্জাক । ''আমরা প্রত্যেক কর্মীকে বলছি, পাঁচ জন করে ভোটকেন্দ্রে নিয়ে আসবেন। আমাদের ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের কর্মী ৮১ জন। এছাড়া ইউনিট আছে ১২টি। সেখানে ৩৭ জন করে। এছাড়া আছে সহযোগী সংগঠন। আছে দু'টি থানা কমিটি।'' এভাবে অন্তত ৫০ ভাগ ভোট নিশ্চিত করতে পারবেন বলে মনে করছেন রাজ্জাক । কিন্তু ভোটাররা কেন্দ্রে যাবেন তাদের ইচ্ছায়। তাদের এভাবে ভোটকেন্দ্র উপস্থিত করাটা কতটা যৌক্তিক ? এ প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রীর সাবেক অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ড. মশিউর রহমান বলেছেন, এটা কোনো সমস্যা নয় ।

''অনেক দেশে ভোটারদের ভোটদানে বাধ্য করার আইন আছে। আমাদের দেশে সেটি নেই। আওয়ামী লীগ যদি ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে আসতে উৎসাহিত করে, সেটিতে কোনো অন্যায় নেই। যদি আওয়ামী লীগ শুধু নিজেদের ভোটারদের টেনে আনতো, তাহলে সেটি নিয়ে সমালোচনা করা যেতো।''

নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতার মাপকাঠি শুধু ভোটার উপস্থিতি কিনা সে বিষয়ে ভিন্নমত আছে অনেকের। তার একজন ব্রিগেডিয়ার (অব.) সাখাওয়াত হোসেন। সাবেক এই নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে কথা হচ্ছিল ভোটার উপস্থিতির মাধ্যমে নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে । তিনি বললেন, ''যদি বলা হয়, ভোটারদের উপস্থিতি হলেই নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক হবে, তাহলে তা সঠিক নয়। তাছাড়া আপনি ভোটারদের বাধ্য করতে পারেন না। এটা ঐচ্ছিক বিষয় তাদের জন্য।'' সাখাওয়াত বলেন, যদি আওয়ামী লীগ ভোটারদের আনতে প্রচারণাও চালায় তারপরও খুব বেশি সংখ্যক মানুষ ভোটকেন্দ্রে আসবেন না, যদি না তারা নিজেরা চান । ''তারা হয়তো তাদের সমর্থকদের আনতে পারবেন। কিন্তু শুধু তাদের দিয়ে খুব বেশি ভোট কাস্টিং হবে বলে আমি মনে করি না।'' তার কাছে প্রশ্ন ছিল কত ভোটার উপস্থিত হলে নির্বাচন গ্রহণযোগ্য হয়? জবাবে সাখাওয়াত বললেন, ''এমন কোনো সংজ্ঞা নেই যে এত শতাংশ ভোট পড়লে আপনি দ্বিতীয় পর্যায়ে যাবেন। এখন গড়ে বাংলাদেশে ৭০ ভাগ ভোট পড়ে নির্বাচনগুলোতে, তা-ও যদি সব দল অংশ নেয়।'' তিনি মনে করেন, এই নির্বাচনে কোনভাবেই ৭০ ভাগ ভোট পড়ার সম্ভাবনা নেই।

(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ : ১.১.২৪ রিহাব)

এনএইচকে

৭.৬ মাত্রার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছে মধ্য জাপান

মধ্য জাপানের ইশিকাওয়া জেলায় সোমবার বিকেলে একের পর এক ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। সবচেয়ে শক্তিশালী আঘাতটি ছিল ৭.৬ মাত্রার। শূন্য থেকে সাত মাত্রার ভূমিকম্পের তীব্রতা পরিমাপক জাপানি স্কেলে ইশিকাওয়া জেলার সুযু শহরে ভূমিকম্পের তীব্রতা ৭ লক্ষ্য করা গেছে। ইশিকাওয়া জেলায় জারি করা বড় ধরনের সুনামির সতর্কতা সোমবার রাত সাড়ে আটটায় সুনামির সতর্কতায় পরিবর্তন করা হয়েছে। দেশটির জাপান সাগর তীরবর্তী নিইগাতা, তোইয়ামা, ইয়ামাগাতা, ফুকুই এবং হিয়োগো জেলার জন্য সুনামির সতর্কতা এখনও জারি রয়েছে।

(এনএইচকে ওয়েব পেজ : ০১.০১.২০২৪ এলিনা)

জাগো এফএম

ড. ইউনূসের ছয় মাসের কারাদণ্ড

শ্রম আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে করা মামলায় নোবেল জয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসসহ চারজনকে ছয় মাসের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একইসঙ্গে তাদের পাঁচ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে। রায়ে গ্রামীণ টেলিকমের সব শ্রমিককে তাদের ন্যায্য পাওনা ৩০ দিনের মধ্যে দিতে বলা হয়েছে। শ্রম আইনের ৩০৩ (ঙ) ধারায় সর্বোচ্চ ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে ১০ দিনের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। অন্যদিকে, ৩০৭ ধারায় ২৫ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে ১৫ দিনের কারাদণ্ড দেন আদালত।(জাগো এফএম : ০১.০১.২০২৪ প্রতীক)

অসহযোগ আন্দোলনের পক্ষে বিএনপির আরও তিনদিনের কর্মসূচি

৭ জানুয়ারির নির্বাচন বাতিল, তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রবর্তন, বিরোধীদলের নেতাকর্মীদের নামে দেওয়া মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার, মিথ্যা সাজা বাতিল, গায়েবি মামলা বন্ধ, বিরোধীদলের নেতা-কর্মীদের নির্যাতন বন্ধ একদফা দাবিতে ২, ৩ ও ৪ জানুয়ারি লিফলেট বিতরণ ঘোষণা করেছে বিএনপি। সোমবার (১ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় এক ভার্চুয়ালি সংবাদ সম্মেলনে দলটির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী এই কর্মসূচি ঘোষণা করেন।
(জাগো এফএম : ০১.০১.২০২৪ প্রতীক)

প্রার্থীদের অস্বাভাবিক সম্পদ বৃদ্ধি হলফনামায় প্রকাশ হলেও ভোটের আগে ব্যবস্থা নেবে না দুদক

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নেওয়া প্রার্থীদের অস্বাভাবিক সম্পদ বৃদ্ধি পাওয়ার তথ্য হলফনামায় প্রকাশ হলেও তাদের (প্রার্থীদের) ইমেজের কথা ভেবে ভোটের আগে কোনো ব্যবস্থা না নেওয়ার কথা জানিয়েছেন দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ। তিনি বলেছেন, নির্বাচনের পরে হলফনামা দেখে কাজ করার সুযোগ আছে। সোমবার (১ জানুয়ারি) দুপুরে রাজধানীর সেগুনবাগিচায় র‍্যাক বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। (জাগো এফএম : ০১.০১.২০২৪ প্রতীক)

রায় ঘোষণার ৫ মিনিটেই ড. ইউনূসসহ চারজনের জামিন

শ্রম আইন লঙ্ঘনের মামলায় ছয় মাসের কারাদণ্ডপ্রাপ্ত ড. ইউনূসসহ চারজনকে আপিলের শর্তে জামিন দিয়েছেন শ্রম আদালত। রায় ঘোষণার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আসামিদের জামিন দেন আদালত। সোমবার (১ জানুয়ারি) দুপুরে ড. ইউনূসসহ একই মামলায় দণ্ডিত চারজনকে সাজার রায় ঘোষণার পর তাদের জামিনের আবেদন মঞ্জুর করেন শ্রম আদালতের বিচারক শেখ মেরিনা সুলতানা। দুপুর ২টা ১৫ মিনিট থেকে রায় ঘোষণা শুরু করা হয়। রায় শোনার জন্য ১টা ৪০ মিনিটে আদালতে উপস্থিত হন ড. মুহাম্মদ ইউনূস। (জাগো এফএম : ০১.০১.২০২৪ প্রতীক)

বিশ্বকে দেখাতে হবে নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হয়েছে : সিইসি

প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আউয়াল বলেছেন, ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটিকে দেখাতে হবে নির্বাচনটা অবাধ ও সুষ্ঠু হয়েছে। জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সোমবার (১ জানুয়ারি) তিনি এসব কথা বলেন। সিইসি বলেন, দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ইন্টারন্যাশনাল ডাইমেনশন আছে। সেটাকে খাটো করে দেখার কোনো সুযোগ নেই। কারণ ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটির কাছে দেখাতে হবে নির্বাচনটা অবাধ ও সুষ্ঠু হয়েছে। সহিংসতাকে কোনোভাবেই বরদাস্ত করা উচিত না, এটা জনমনে ভীতির সৃষ্টি করে।
(জাগো এফএম : ০১.০১.২০২৪ প্রতীক)

ইউনূসের রায় নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কে প্রভাব পড়বে না : পররাষ্ট্র সচিব

শ্রম আইন লঙ্ঘনের মামলায় নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূসের ছয় মাসের কারাদণ্ডের রায় ঘিরে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কে কোনো প্রভাব পড়বে না বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন। সোমবার (১ জানুয়ারি) বিকেলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ইউনূস ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কের প্রভাব নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন তিনি।(জাগো এফএম : ০১.০১.২০২৪ প্রতীক)

মানুষের হৃদয় জয় করে ভোট পাই, চুরির প্রয়োজন হয় না : শেখ হাসিনা

আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা বলেছেন, আমরা মানুষের হৃদয় জয় করে তাদের ভোট পাই, চুরির প্রয়োজন হয় না। তারা (জিয়া-এরশাদ) ভোট চুরি করে, এটা আমার কথা নয়। হাইকোর্টের রায় আছে জিয়ার ক্ষমতা দখল অবৈধ, এরশাদের ক্ষমতা দখল অবৈধ। সোমবার (১ জানুয়ারি) বিকেলে রাজধানীর কলাবাগান মাঠে ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ আওয়ামী লীগ আয়োজিত জনসভায় তিনি এ কথা বলেন। (জাগো এফএম : ০১.০১.২০২৪ প্রতীক)

ছয় মাসে রিজার্ভ থেকে বিক্রি ৬৭০ কোটি ডলার

দেশের মধ্যে ডলার সংকট পুরোনো খবর। সংকট মোকাবিলা নানা পদক্ষেপ নেওয়া হয়। তবে কোনো পদক্ষেপই কাজে আসেনি। মার্কিন এ মুদ্রাটির সংকটের কারণে অনেক পণ্য আমদানিতে কড়াকড়ি করে বাংলাদেশ ব্যাংক। অন্যদিকে, জরুরি পণ্য আমদানিতে রিজার্ভ ডলার সরবরাহ করা হয়। এতে কমতে থাকে রিজার্ভ। বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্র বলছে, চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রথম ছয় মাস (জুলাই-ডিসেম্বর) বৈদেশিক মুদ্রার মজুত (রিজার্ভ) থেকে ৬৭০ কোটি ডলার বা ৬ দশমিক ৭ বিলিয়ন ডলার বিক্রি করা হয়েছে। মূলত জরুরি পণ্য (যেমন জ্বালানি, সার ও খাদ্য) আমদানির জন্য রিজার্ভ থেকে এসব ডলার বিক্রি করা হয়। অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের

(আইএমএফ) ঋণের শর্ত পূরণের জন্য ডলারও কিনছে বাংলাদেশ ব্যাংক। একই সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক কয়েকটি বেসরকারি ব্যাংক থেকে ১০০ কোটি বা এক বিলিয়ন ডলারের কিনেছে।
(জাগো এফএম : ০১.০১.২০২৪ প্রতীক)

রেডিও টুডে

নতুন বছরের প্রথম দিনে বই উৎসব হচ্ছে আজ

নতুন বছরের প্রথম দিনে বই উৎসব হচ্ছে আজ। দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নতুন বইয়ের ঘ্রাণ নিয়ে উল্লাসে মেতে উঠেছে প্রায় ৪ কোটি শিক্ষার্থী। এবার প্রাক প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, কারিগরি ও মাদ্রাসাসহ বিভিন্ন স্থানে প্রায় ৩ কোটি ৮১ লাখ ২৮ হাজার ৩২৪ জন শিক্ষার্থীর মাঝে ৩০ কোটি ৭০ লাখ ৮৩ হাজার ৫১৭ টি বই বিতরণ করা হচ্ছে। গতকাল রোববার সকালে প্রধানমন্ত্রী তার কার্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ কার্যক্রম উদ্বোধন করেন। আজ সোমবার থেকে সারা দেশে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হচ্ছে। (রেডিও টুডে: ১৩৪৫ ঘ. ০১.০১.২০২৪ রুবাইয়া)

জনগণকে ধমক দিয়ে আওয়ামী লীগ একটি অবৈধ নির্বাচন করতে যাচ্ছে : রিজভী

অবৈধ সরকার যাতে জোর করে ক্ষমতায় থাকতে না পারে তাদের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ অধিকার প্রয়োগ করতে হবে এমন মন্তব্য করেছেন বিএনপি'র সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবীর রিজভী। সোমবার সকালে মিরপুরের কাফরুল এলাকায় লিফলেট বিতরণ শেষে এসব কথা বলেন তিনি। রিজভী বলেন, জোর-জবরদস্তি করে এবং জনগণকে ধমক দিয়ে আওয়ামী লীগ একটি অবৈধ নির্বাচন করতে যাচ্ছে। নির্বাচনের আগেই ভোটের ফলাফল ঠিক হয়ে গেছে এমনটাই অভিযোগ করেন রিজভী। (রেডিও টুডে: ১৩৪৫ ঘ. ০১.০১.২০২৪ রুবাইয়া)

সরকারের মিত্ররা এখন নির্বাচন নিয়ে যে নাটক হচ্ছে তার সমালোচনা করছেন : মঈন খান

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ডক্টর মঈন খান বলেছেন, সরকারের মিত্ররা এখন নির্বাচন নিয়ে যে নাটক হচ্ছে তার সমালোচনা করছেন। সোমবার সকালে রাজধানীর শেরে বাংলা নগরে বিএনপি'র প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের মাজারে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি একথা বলেন। ড. মঈন খান বলেন, ৭ জানুয়ারি এখন অর্থহীন হয়ে গেছে। যে নির্বাচন হচ্ছে তা ভুয়া নির্বাচন। সরকার তা করতে গিয়ে সব হযবরল করে ফেলেছ। তিনি বলেছেন, নির্বাচন নামক নাটকের প্রহসন বর্জন করে জনগণকে সম্পৃক্ত করে শান্তিপূর্ণভাবে দেশে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনা হবে। (রেডিও টুডে: ১৩৪৫ ঘ. ০১.০১.২০২৪ রুবাইয়া)

আরো কর্মসূচি দেবে বিএনপি : জয়নুল আবেদীন ফারুক

বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা জয়নাল আবেদীন ফারুক বলেছেন, আর ৬ দিন সময় আছে আরো কর্মসূচি দেবে বিএনপি। নতুন বছরের বার্তা একটাই ভোট বর্জন করুন ঘরে থাকুন। ৭ তারিখে নির্বাচনে যাবেন না। সোমবার সকালের মুক্তিযোদ্ধা দলের উদ্যোগে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটের সামনে থেকে দুর্নীতি দমন কমিশন পর্যন্ত নির্বাচন বর্জনসহ এক দফা দাবিতে গণসংযোগ লিফলেট বিতরণ কর্মসূচিতে তিনি এসব কথা বলেন।
(রেডিও টুডে: ১৩৪৫ ঘ. ০১.০১.২০২৪ রুবাইয়া)

নির্বাচন পেছানোর এখতিয়ার নির্বাচন কমিশনের নেই : সিইসি

প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আউয়াল বলেছেন ২০১৮ সালের নির্বাচন নিয়ে বিতর্ক আছে তবে গণতন্ত্র এখনো নিরবচ্ছিন্ন হয়নি। নির্বাচন পেছানোর এখতিয়ার নির্বাচন কমিশনের নেই। সোমবার রাজধানীর শেরে বাংলা নগরে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের দ্বিতীয় পর্বের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন সিইসি। কাজী হাবিবুল আউয়াল বলেন, ২০১৮ সালের নির্বাচনে সহিংসতা না হলেও পরবর্তীতে এই নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। জনগণের অভিমত ইতিবাচক ছিল না। তাই এবার ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটিকে দেখাতে হবে নির্বাচনটা অবাধ, সুষ্ঠু হয়েছে। (রেডিও টুডে: ১৩৪৫ ঘ. ০১.০১.২০২৪ রুবাইয়া)

নির্বাচন সামনে রেখে এখন পর্যন্ত কোন হুমকি নেই : আইজিপি

নির্বাচন সামনে রেখে এখন পর্যন্ত কোন হুমকি নেই বলে জানিয়েছেন আইজিপি চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুন। সোমবার সকালে রংপুরে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপ কালে এ কথা বলেন তিনি। এ সময় তিনি বলেন, ভোটকেন্দ্রে কোন ব্যক্তি বা দল যদি নাশকতা করার চেষ্টা করে ভোট বানচাল করার পাঁয়তারা করে তাহলে কোন ছাড় দেয়া হবে না। (রেডিও টুডে: ১৩৪৫ ঘ. ০১.০১.২০২৪ রুবাইয়া)

রাজধানীর ২১৪৬ টি ভোট কেন্দ্রের মধ্যে অর্ধেক ভোট কেন্দ্র ঝুঁকিপূর্ণ : ডিএমপি কমিশনার

রাজধানী ঢাকার ২১৪৬ টি ভোট কেন্দ্রের মধ্যে অর্ধেক ভোটকেন্দ্র ঝুঁকিপূর্ণ বলে জানিয়েছেন ডিএমপি কমিশনার হাবিবুর রহমান। সোমবার দুপুরে রাজারবাগ পুলিশ লাইন্স স্কুল এন্ড কলেজে বই উৎসব শেষে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন। এ সময় ডিএমপি কমিশনার বলেন, নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এই মুহূর্তে কোন জঙ্গী তৎপরতা নেই তবে কিছু কিছু গোষ্ঠী নির্বাচন প্রতিহত করতে অপতৎপরতা চালাচ্ছে। তিনি আরো জানান, নিরাপত্তা নিশ্চিতে পুলিশের সব ধরনের প্রস্তুতি রয়েছে। (রেডিও টুডে: ১৩৪৫ ঘ. ০১.০১.২০২৪ রুবাইয়া)

নির্বাচনের দিন সারাদেশের মোবাইল নেটওয়ার্ক এবং ইন্টারনেট চালু থাকবে : ইসি জাহাঙ্গীর আলম

দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের দিন সারাদেশে মোবাইল নেটওয়ার্ক এবং ইন্টারনেট সংযোগ পুরোদমে সচল থাকবে বলে জানিয়েছেন ইসি সচিব মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম। তিনি বলেছেন, আমাদের যতগুলো মোবাইল নেটওয়ার্কিং সিস্টেম আছে সবার সাথে কথা হয়েছে সবগুলো ফুল স্পিডে চালু থাকবে। সোমবার দুপুরে আগারগাঁও নির্বাচন ভবনের মিডিয়া সেন্টারে সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা জানান তিনি। (রেডিও টুডে: ১৩৪৫ ঘ. ০১.০১.২০২৪ রুবাইয়া)

সারা দেশে রাত এবং দিনের তাপমাত্রা সামান্য হ্রাস পেতে পারে

সারা দেশে রাত এবং দিনের তাপমাত্রা সামান্য হ্রাস পেতে পারে ফলে ঘন কুয়াশার পাশাপাশি ঠাণ্ডা বিরাজ করতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদফতর। সোমবার সকাল ৯ টা থেকে পরবর্তী ৭২ ঘণ্টার পূর্বাভাসে এই তথ্য জানানো হয়েছে। পূর্বভাসে বলা হয়েছে, মধ্যরাত থেকে সকাল পর্যন্ত সারা দেশে মাঝারি থেকে ঘন কুয়াশা পড়তে পারে এবং এটি দেশের কোথাও কোথাও দুপুর পর্যন্ত অব্যাহত থাকতে পারে। ঘন কুয়াশার কারণে বিমান চলাচল, অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন সড়ক এবং যোগাযোগ বিগ্ন ঘটতে পারে। সারাদেশের রাত এবং দিনের তাপমাত্রা সামান্য হ্রাস পেতে পারে ঘন কুয়াশার কারণে। দিনে ঠাণ্ডা পরিস্থিতি বিরাজ করতে পারে। (রেডিও টুডে: ১৩৪৫ ঘ. ০১.০১.২০২৪ রুবাইয়া)

আজ কলাবাগান মাঠে নির্বাচনি জনসভা করছে আওয়ামী লীগ

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে আজ সোমবার রাজধানীর ধানমন্ডির কলাবাগান মাঠে নির্বাচনি জনসভা করছে আওয়ামী লীগ। জনসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন আওয়ামী লীগের সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। জনসভায় অংশ নিতে কলাবাগান মাঠে জড়ো হতে শুরু করেছেন ইতোমধ্যে দলটির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা। (রেডিও টুডে: ১৩৪৫ ঘ. ০১.০১.২০২৪ রুবাইয়া)

ড. মুহাম্মদ ইউনুসসহ চারজনের বিরুদ্ধে আজ রায় ঘোষণা করবেন শ্রম আদালত

শ্রম আইন লঙ্ঘন অভিযোগের মামলায় নোবেল জয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনুসসহ চারজনের বিরুদ্ধে আজ সোমবার রায় ঘোষণা করবেন শ্রম আদালত। দুপুর দুইটার পর ঢাকার শ্রম আদালতের বিচারক শেখ মেরিনা সুলতানা এই রায় ঘোষণা করবেন। ডক্টর ইউনুসের রায় ঘোষণাকে কেন্দ্র করে শ্রম আদালত ও আদালত চত্বরের চারপাশে ব্যাপক নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।
(রেডিও টুডে: ১৩৪৫ ঘ. ০১.০১.২০২৪ রুবাইয়া)

মানুষের হৃদয় জয় করেছি বলেই তারা আমাদেরকে ভোট দেয় : প্রধানমন্ত্রী

আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, আমরা মানুষের হৃদয় জয় করে তাদের ভোট পাই, চুরির প্রয়োজন হয় না। সোমবার বিকেলে রাজধানীর কলাবাগান মাঠে ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ আওয়ামী লীগ আয়োজিত জনসভায় তিনি একথা বলেন। বিএনপি'র সমালোচনা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এখন তারা নির্বাচন বানচাল করতে চায়। সমাবেশে আওয়ামী লীগ সভাপতি আরো বলেন, '৭৫ এর পর যারা অস্ত্র হাতে নিয়ে ক্ষমতায় এসেছিল তারা মানুষের ভাগ্য গড়েনি। (রেডিও টুডে :১৮৪৫ ঘ. ০১.০১.২০২৪ আসাদ)

৭ জানুয়ারি লাল কার্ড দেখিয়ে বিএনপিকে চিরতরের জন্য বিদায় জানাতে হবে : ওবায়দুল কাদের

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন ২৮ অক্টোবর গভীর খাদে পড়ে গেছে বিএনপি। ফাইনাল খেলা হবে ৭ জানুয়ারি। সেদিন এদের চিরতরে লাল কার্ড দিয়ে বিদায় জানাতে হবে। সোমবার বিকেলে রাজধানীর কলাবাগান মাঠে ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ আওয়ামী লীগ আয়োজিত জনসভায় একথা বলেন সেতুমন্ত্রী।(রেডিও টুডে :১৮৪৫ ঘ. ০১.০১.২০২৪ আসাদ)

শ্রম আইন লঙ্ঘনের মামলায় ড. ইউনূসের ৬ মাসের কারাদণ্ড

শ্রম আইন লঙ্ঘনের মামলায় গ্রামীণ টেলিকমের চেয়ারম্যান ও শান্তিতে নোবেল জয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূসসহ চারজনকে ছয় মাসের কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে। দণ্ডপ্রাপ্ত অন্যরা হলেন গ্রামীণ টেলিকমের এমডি মোহাম্মদ আশরাফুল হাসান, পরিচালক নুরজাহান বেগম ও মো. শাহজাহান। সোমবার বেলা তিনটার দিকে এই রায় ঘোষণা করেন ঢাকার তৃতীয় শ্রম আদালতের বিচারক শেখ মেরিনা সুলতানা। তবে রায় ঘোষণার কিছুক্ষণের মধ্যেই একই মামলায় ইউনুসসহ চারজনকে জামিন দিয়েছেন আদালত। এক মাসের মধ্যে আপিলের শর্তে তাদের জামিন দেয়া হয়। পরে ড. ইউনুস সাংবাদিকদের বলেন, যে দোষ করিনি সেই দোষের শাস্তি পেলাম। এটাকে যদি ন্যায় বিচার বলতে চান আপনারা বলতে পারেন। এর আগে ড. ইউনূসের বিরুদ্ধে মামলার রায় ঘোষণাকে কেন্দ্র করে শ্রম আদালত ও তার আশেপাশের এলাকায় নিরাপত্তার জোরদার করা হয়। এই মামলার খবর সংগ্রহের জন্য সেখানে দেশি-বিদেশি গণমাধ্যমের প্রতিনিধিরা ভিড় জমান।(রেডিও টুডে :১৮৪৫ ঘ. ০১.০১.২০২৪ আসাদ)

ড. ইউনুস ঘুষ দিয়ে শ্রমিক নেতাদের ম্যানেজ করার চেষ্টা করেছেন : তথ্যমন্ত্রী

ড. ইউনুস ঘুষ দিয়ে শ্রমিক নেতাদের ম্যানেজ করার চেষ্টা করেছেন বলে অভিযোগ করেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহমুদ। তিনি বলেছেন, শ্রমিকরা যখন আদালতে গেছেন তখন আদালতের বাইরে দু'জন শ্রমিক নেতাকে ঘুষ দিয়ে ম্যানেজ করার চেষ্টা করেছিলেন। দুপুরে সচিবালয়ে একটি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তথ্যমন্ত্রী।(রেডিও টুডে :১৮৪৫ ঘ. ০১.০১.২০২৪ আসাদ)

BBC

Israel says war expected to continue throughout 2024

The Israeli military has said it expects the conflict in Gaza to continue throughout 2024. In a new year's message, Israel Defence Forces spokesman Daniel Hagari said troop deployments were being adjusted to prepare for prolonged fighting. He said some troops - especially reservists - would be withdrawn to allow them to regroup. "These adaptations are intended to ensure the planning and preparation for continuing the war in 2024," he said. (BBC Web Page: 01/01/24, FARUK)

Zelensky vows more Ukraine-made weapons in speech

President Volodymyr Zelensky has promised a sharp increase in the amount of weapons Ukraine produces next year. In his new year's message, Mr Zelensky repeated his pledge that at least a million drones would be built. There was more fighting overnight into New Year's Day with five people killed in attacks in Odesa in Ukraine's south, and the Russian-held Donetsk region. Earlier Vladimir Putin gave his New Year address, praising his army but without explicitly mentioning the war. (BBC Web Page: 01/01/24, FARUK)

Xi vows reunification ahead of Taiwan polls

Chinese President Xi Jinping, in his annual New Year's Eve address, reiterated his claim that Taiwan would surely be reunified with China. His message comes ahead of Taiwan's crucial 13 January elections that will determine the island's cross-strait policy for the next four years. He also struck a stronger tone than last year's message, where he spoke of Taiwan being part of the same family. China has ramped up military pressure on Taiwan ahead of the elections.
(BBC Web Page: 01/01/24, FARUK)

India launches space mission to study black holes

India's space agency has successfully launched a rocket that is carrying an observatory which will study astronomical objects like black holes. It was launched from Sriharikota spaceport at 09:10 local time on Monday. This is only the second mission in the world of this nature after NASA launched one in 2021. The space agency said it wanted to help scientists improve their knowledge of black holes. Black holes emerge from the explosive demise of certain large stars, and some are truly huge - their size billions of times the mass of our Sun. (BBC Web Page: 01/01/24, FARUK)

Congo President declared winner of chaotic election

President Felix Tshisekedi has been declared the winner of Democratic Republic of Congo's election, which has been condemned as a sham by several opposition candidates demanding a rerun. The president won about 73% of the vote, with his nearest challenger, Moise Katumbi, on 18%, officials said. The 20 December election was married by widespread logistical problems. It had to be extended to a second day in some parts of the vast country. (BBC Web Page: 01/01/24, FARUK)

Magnitude 7.6 earthquake strikes Japan, tsunami warning issued

A massive earthquake with a preliminary magnitude of 7.6 has hit Ishikawa in central Japan, triggering a tsunami warning and advisories for residents to evacuate and prepare for possible aftershocks. A tsunami around 1 metre high struck parts of the west coast along the Sea of Japan, with a large wave expected, public broadcaster

NHK reported on Monday. The Japan Meteorological Agency has issued tsunami warnings for the coastal prefectures of Ishikawa, Niigata and Toyama. Top government spokesperson Yoshimasa Hayashi said in an emergency news conference that authorities were still checking the extent of the damage and warned residents to prepare for possible further quakes. (BBC Web Page: 01/01/24, FARUK)

UK says it will repel Houthi Red Sea attacks

Defence Secretary Grant Shapps has said British forces are ready to act against Houthi rebels that target cargo ships in the Red Sea. In a newspaper article, he said the UK was willing to take direct action to protect the key shipping lane. Highlighting how a British warship shot down a suspected attack drone in the Red Sea in December, Mr Shapps said "we won't hesitate to take further action". The Houthis have targeted foreign ships since the Israel-Hamas war started. (BBC Web Page: 01/01/24, FARUK)

The election that has turned into a one-woman show in Bangladesh

Bangladesh is holding general elections on 7 January - the result already looks inevitable. With the main opposition parties boycotting the poll and many of their leaders jailed, the ruling Awami League is all set to be re-elected for a fourth straight parliamentary term. The biggest of these opposition parties, the Bangladesh Nationalist Party (BNP), and its allies say they have no faith that Prime Minister Sheikh Hasina will hold a free and fair election. They called on her to step down and allow the polls to be held under a neutral interim government - a demand she rejected. So the candidates on the ballot will all be from the Awami League, its allies or independents. "Democracy is dead in Bangladesh. What we are going to see in January is a fake election," Abdul Moyeen Khan, a senior BNP leader, told the BBC. "Elections are determined by the participation of the people to vote. There are many political parties, apart from the BNP taking part in this election," Law Minister Anisul Huq told the BBC. (BBC Web Page: 01/01/24, FARUK)

Putin makes little mention of Ukraine in NY speech

Russian President Vladimir Putin has called for united support of his army in his annual New Year address, without explicitly referring to the war he is waging in Ukraine. The Kremlin leader hailed his soldiers as "heroes... at the forefront of the fight for truth". He also referenced economic issues, a key topic for many Russians, and declared 2024 the "year of the family". The address was a more subdued affair than the previous year's. Last year, Mr Putin delivered his speech flanked by soldiers and offered stern calls for sacrifice in the name of survival. This year he was back to the traditional backdrop of the Kremlin, alone.

(BBC Web Page: 01/01/24, FARUK)

Six killed in ambush in disputed area between Sudan and South Sudan

Six people, including a senior local administrator, have been killed in an ambush by armed men in the Abyei region, claimed by both Sudan and South Sudan, local officials said. The oil-rich region experiences frequent bouts of violence, where rival factions of the Dinka ethnic group - Twic Dinka from South Sudan's neighbouring Warrap state, and Ngok Dinka from Abyei - are looked in a dispute over the location of an administrative boundary.

(BBC Web Page: 01/01/24, FARUK)

Kim Jong Un tells army to annihilate South Korea, US if provoked

North Korean leader Kim Jong Un has ordered his military to thoroughly annihilate South Korea and the United States if they initiate a military confrontation in another round of bellicose rhetoric targeting Seoul and Washington. The two allies ramped up military and political co-operation in 2023 as North Korea conducted a record number of weapons tests, including of a new solid-fuelled intercontinental ballistic missile

(ICBM), and put its first spy satellite into orbit. At a meeting with North Korea's top commanding officers in Pyongyang on New Year's Eve, Kim said his military should annihilate the enemy if provoked, the official Korean Central News Agency (KCNA) reported on Monday. (BBC Web Page: 01/01/24, FARUK)

:: The End ::